Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ও সত্য ধর্ম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হানান হাফিজ মোহাম্মদ ফাইজুল বারী

রোলঃ 23090121091

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ও সত্য ধর্ম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হানান হাফিজ মোহাম্মদ ফাইজুল বারী

রোলঃ 23090121091

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ও সত্য ধর্ম " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে হানান হাফিজ মোহাম্মদ ফাইজুল বারী, আইডিঃ 23090121091 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ও সত্য ধর্ম " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

-

(স্বাক্ষর)

হানান হাফিজ মোহাম্মদ ফাইজুল বারী

আইডিঃ 23090121091

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় 8

ইসলামের পরিচিতি ও মূল ভিত্তি 8

১.১ ইসলাম শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ। 8

১.২ ইসলাম একটি ধর্ম নাকি জীবনব্যবস্থা? 9

১.৩ ইসলামের মৌলিক ভিত্তি (তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত) 10

১.৪ ইসলামের প্রধান লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মানবকল্যাণমূলক দর্শন 11

দ্বিতীয় অধ্যায় 15

যৌক্তিকতা ও সত্যতার ভিত্তিতে ধর্ম হিসেবে ইসলাম। 15

২.১ কুরআনের যৌক্তিকতা ও ঐশ্বরিক উৎস 15

২.২ নবুওয়াত ও রিসালাতের ঐতিহাসিক সত্যতা। 24

২.৩ ইসলামের সার্বজনীনতা ও চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। 32

২.৪ বিজ্ঞান ও যুক্তির আলোকে ইসলামের সত্যতা। 34

২.৫ অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণ। 36

২.৬ ইসলাম কেন চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ দ্বীন। 38

তৃতীয় অধ্যায় 40

পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম 40

৩.১ জীবন সম্পর্কিত ধারণা ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি 40

৩.২ জীবন ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ (আকিদা, ইবাদত ও আখলাক) 40

৩.৩ ইসলাম ও ব্যক্তিজীবন 41

৩.৪ ইসলাম ও পারিবারিক জীবন 42

৩.৫ ইসলাম ও সামাজিক জীবন 43

৩.৬ ইসলাম ও অর্থনৈতিক জীবন 44

৩.৭ ইসলাম ও রাজনৈতিক জীবন 44

৩.৮ ইসলাম ও শিক্ষা-সংস্কৃতি 45

৩.৯ ইসলামের আইন ও বিচার ব্যবস্থা 46

চতুর্থ অধ্যায় 47

আধুনিক যুগে ইসলামের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োগ। 47

৪.১ আধুনিক সভ্যতার সংকট ও ইসলামী সমাধান। 47

৪.২ ইসলামী অর্থনীতি ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন। 49

৪.৩ ইসলামী নৈতিকতা ও সামাজিক স্থিতিশীলতা। 50

৪.৪ ইসলামী দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের ভূমিকা। 51

৪.৫ প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও ইসলামী চিন্তাধারা। 53

৪.৬ ইসলামভিত্তিক জীবনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা। 54

উপসংহার 56

আল-মুকদ্দিমাহ

الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد:

بسم الله الرحمن الرحيم

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের কে জন্মসূত্রে মুসলিম বানিয়েছেন। কিন্তু জন্মসূত্রে মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও আমরা ইসলামে আল্লাহর দেওয়া বিধানগুলো সঠিকভাবে মেনে চলি না। তাই তো আজ সব জায়গায় মুসলিমদের এত দুর্দশা!

ইসলাম আসার পূর্বে মানুষের জীবন ছিলো জাহিলিয়াতে পরিপূর্ণ গুটিকয়েক মানুষই ছিলো সঠিক পথে। সকল ধরনের খারাপ কাজ তখন করা হত এবং তার ছিলো বৈধতা । মদ পান করা, গান-বাজনা, জিনা-ব্যভিচার , হত্যা করা, মেয়েদের জীবন্ত কবর দেওয়া হতে শুরু করে সকল ধরনের মন্দ কাজ ঐ সময়ের মানুষদের দ্বারা করা হত। তারপর যখন পেয়ারে নবী ﷺ আমাদের জন্য রহমত হয়ে আসলেন, আমাদের দ্বীন শিক্ষা দিলেন, আমাদের হেদায়েতের পথ দেখালেন, তখন সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষগুলোও পেয়ারে নবি ﷺ এর সোহবত লাভ করে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানুষ হয়ে গেলেন। সুবহানাল্লাহ!

ইসলাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার একমাত্র মনোনীত দ্বীন। দ্বীন শুধু যে দ্বীন তা কিন্তু না ইসলাম আসলে পূর্ণাঙ্গজীবন বিধান। ইসলামের ভিতর শুধু জীবনের না পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় সব সমস্যার সমাধান দেয়া আছে। এবং এই বিধান গুলো আল্লাহর সন্তুষ্টির আলোকে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন আমাদের নবী ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন। উনারা আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ী নিজেদের জীবন কে পরিচালনা করতেন যার কারণে কোনো কিছুই তাদের দমিয়ে রাখতে রাখতে পারেনি। আদর্শ হিসেবে সবসময় উনারা পেয়ারে নবী ﷺ কে অনুসরণ এবং অনুকরণ করতেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا

"আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণ করে দিলাম। আমার নেয়ামত পূর্ণরূপে প্রদান করলাম এবং তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে।"[1]

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট বলেছেন যে, তিনি আমাদের দীনকে এমনভাবে পরিপূর্ণ করেছেন যাতে ক্রুটির কোন অবকাশ নেই। এবং এতে কোন সংযোজন-বিয়োজন করার ও কোন প্রয়োজন নেই। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা আমাদের পেয়ারে নবী মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ ﷺ কে সর্বশেষ নবী হিসেবে পাঠিয়ে নবী-রাসূল আগমণের ধারাবাহিকতার সমাপ্তি করেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরো স্পষ্ট করে বলেন যে, তিনি আমাদের জন্য জীবন ব্যবস্থা হিসেবে যা পছন্দ করেছেন তা হচ্ছে 'ইসলাম'। অতএব এই ইসলামকে তিনি কখনোই অপছন্দ করবেন না আর এই ইসলাম ব্যতীত মানুষের কাছ থেকে অন্যকিছুও তিনি গ্রহণ করবেন না।
তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্পষ্ট ভাষায় অন্য আরেক আয়াতে ঘোষণা করেন,

وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ۝

"আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।"[2]

তিনি আরো এরশাদ করেন,

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট মনোনীত দীন বা জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম।"[3]

সূরা মায়েদায় আমরা দেখেছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন,
وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي

[1] সূরা মায়েদা: ৩
[2] সূরা আলে ইমরান:৮৫
[3] সূরা আলে ইমরান:১৯

“আমার নেয়ামত তোমাদের কে পূর্ণরূপে দান করলাম।”[4]

আয়াতের এই অংশটুকু এই কথা প্রমাণ করে যে, দুনিয়া ও আখিরাতে যতকিছুর প্রয়োজন মানুষ তার জীবনে অনুভব করবে, তার কোন কিছুরই বিবরণ দিতে ও উল্লেখ করতে ইসলাম বাদ রাখেনি।

[4] সূরা মায়েদা:৩

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের পরিচিতি ও মূল ভিত্তি

১.১ ইসলাম শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ।

আভিধানিক অর্থ

ইসলাম আরবি শব্দ এটি (س ل ن) ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা। ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় আল্লাহর অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা ও তার নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা; বিনা দ্বিধায় তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং তার দেওয়া বিধান অনুসারে জীবনযাপন করা। আর যিনি ইসলামের বিধান অনুসারে জীবনযাপন করেন, তিনি হলেন মুসলিম।

ইসলাম শব্দের পারিভাষিক অর্থ

পরিভাষিক অর্থে ইসলাম হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যেখানে ইমান, আমল, নৈতিকতা, আচরণ, আইন ও সমাজজীবন, রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলী সহ সকল কিছুর বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর একত্ববাদে স্বীকার, তাঁর রাসূলের আনুগত্য, আখিরাতের বিশ্বাস এবং নির্ধারিত বিধানের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই ইসলামের প্রকৃত পরিচয়।

- ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের বিধান।
- ইসলাম মানুষের জন্যে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন-যাপন পদ্ধতি।
- ইসলাম মানুষের সামগ্রিক জীবনের শান্তি, কল্যাণ ও সাফল্যের পথ।[5]

[5] বই: ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা; লেখক: মাওলানা আব্দুস শহীদ নাসিম।

১.২ ইসলাম একটি ধর্ম নাকি জীবনব্যবস্থা?

ইসলামকে সবাই ধর্ম হিসেবেই বিবেচনা করে কিন্তু ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়; বরং এটি একটি সর্বব্যাপী ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। সাধারণ ধর্ম যেখানে মূলত উপাসনা বা আচার-অনুষ্ঠানে সীমিত থাকে, নীতি নৈতিকতার ধার ধারে না। সেখানে ইসলাম ব্যক্তিগত জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় কাঠামো পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এর শিক্ষা মানবজীবনের প্রতিটি দিকের সঙ্গে সম্পৃক্ত চিন্তা-চেতনা, নৈতিকতা, পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি, আইন, রাজনীতি, শিক্ষা সবকিছুই ইসলামের আওতায় আসে।

ইসলাম আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুবাদ, ন্যায়বিচার ও দয়া, নৈতিকতা- সহমর্মিতা, ব্যক্তির অধিকার ও সমাজের স্বার্থ সবকিছুর মাঝে ভারসাম্য ধরে রাখে। ইসলাম মানুষকে শুধু আল্লাহর ইবাদতের জন্যই আহ্বান করে না বরং একজন দায়িত্বশীল, ন্যায়পরায়ণ, মানবিক আল্লাহভীরু ও পরকালমুখী ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। পরকালমুখী মানুষের মাঝে দুনিয়াবী বিষয়াদির ব্যাপারে কোনো ধরনের লোভ থাকে না। তারা সবসময়ই পরোপকারী হয়ে থাকে ফলে ইসলাম এমন এক জীবনব্যবস্থায় রূপ নেয়, যা আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উৎকর্ষের সমন্বিত রূপ হিসেবে কাজ করে।

পূর্ণাঙ্গ জীবন হিসেবে ইসলাম

ইসলাম যে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান সে ব্যাপারে সকল মনীষী ঐক্যমত। যার কারণ হিসেবে বলা যায়—

ইসলাম ধর্মে রয়েছে ধর্মীয়, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকসহ জীবনের সকল সমস্যার বাস্তব সমাধান। তাই তো আল্লাহ আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর পূর্বে ঘোষণা করেছেন যে,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَام-

'নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন বা ধর্ম হচ্ছে ইসলাম'[6]

[6] সূরা আলে ইমরান: ১৯

আর আল্লাহর নিকট ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন বা ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়, বরং পরকালে নাজাত পেতে হলে ইসলামের ছায়াতলেই আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ-

'আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন জীবন বিধান তালাশ করে, তা অগ্রহণযোগ্য এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে'[7]

আর ইসলাম পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে তা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণের মাধ্যমে বুঝা যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا-

'আজ কাফিররা তোমাদের দ্বীনের বিরোধিতা করার ব্যাপারে পুরোপুরি নিরাশ হয়ে গেছে, কাজেই তাদেরকে ভয় করো না, কেবল আমাকেই ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন (ইসলামকে) পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবুল করে নিলাম। [8]

সুতরাং বলা যায় যে, ইসলাম শুধুই একটি ধর্ম নয় এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।

১.৩ ইসলামের মৌলিক ভিত্তি (তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত)

ক. তাওহীদ

তাওহীদ হলো ইসলামের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি। এর অর্থ আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়; তাঁর সত্তা, গুণাবলি, কর্তৃত্ব ও উপাসনার অধিকার একমাত্র তাঁরই। তাওহীদ মানুষকে মুক্ত করে

[7] সূরা আলে ইমরান:৮৫
[8] সূরা মায়েদা: ৩

সকল মিথ্যা ইলাহ, কুসংস্কার, অন্যায় ও দাসত্ব থেকে। এটি মানুষের জীবন, নৈতিকতা ও চিন্তাকে এক কেন্দ্রবিন্দুতে একত্রিত করে।

এটি তিনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়—

ক. তাওহীদ উলুহিয়্যাহ: শুধুমাত্র আল্লাহই উপাসনার যোগ্য।

খ. তাওহীদ রুবুবিয়্যাহ: আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, নিয়ন্ত্রক।

গ. তাওহীদ আসমা ও সিফাত: আল্লাহর গুণাবলি অনন্য, তুলনাহীন। তাওহীদের বাস্তবায়ন মানুষকে আল্লাহকে চিনতে সাহায্য করে। আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে অবগত করে। কুসংস্কার, শিরক, অন্ধবিশ্বাস ও অন্যায় দাসত্ব থেকে মুক্তি দান করে।

খ. রিসালাত

রিসালাত হলো নবীদের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনা। যার মাধ্যমে মানবজাতিকে সঠিক পথের দিকে আহ্বান করা হয়। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর মাধ্যমে ইসলাম পূর্ণতা লাভ করে। রিসালাত বোঝায়—

- আল্লাহ মানুষের হিদায়াতের জন্য রাসূল প্রেরণ করেছেন।
- তাঁদের মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা এসেছে।
- মানবজীবনের সব দিকের জন্য আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসেবে রাসূলের অনুসরণ অপরিহার্য।

গ. আখিরাত (পরকাল)

আখিরাতের ইমান ইসলামী শিক্ষার অন্যতম স্তম্ভ। মানুষের সকল কাজের হিসাব গ্রহণ, বিচারের দিন, জান্নাত-জাহান্নাম এসব বিশ্বাস মানুষের নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ, জবাবদিহিতা ও সৎ আচরণের ভিত্তি স্থাপন করে। মানুষকে সত্য পথে অবিচল থাকতে সহায়তা করে। মানুষকে অন্যায় কাজ না করা ও প্রতিহত করতে উদ্বুদ্ধ করে। আখিরাতের ধারণা জীবনকে অর্থবহ ও লক্ষ্যমুখী করে তোলে। পাপ পঙ্কীলতা থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে।

১.৪ ইসলামের প্রধান লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মানবকল্যাণমূলক দর্শন

ইসলাম এমন এক জীবনব্যবস্থা, যার কেন্দ্রে রয়েছে মানবকল্যাণ, ন্যায়বিচার, আত্মিক উন্নয়ন ও আত্মশুদ্ধি। ইসলামের প্রধান লক্ষ্য হলো মানুষকে আল্লাহর দাসত্বের দিকে ফিরিয়ে আনা। মানুষের এই জীবনের প্রকৃত অর্থ বুঝতে সহায়তা করা যেখানে তার আত্মা, চরিত্র, আচরণ এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ব সবই সঠিক পথে পরিচালিত হয়।

ইসলামের উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে—

- মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধি।
- সমাজে ন্যায়, ভারসাম্য ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা। দুর্নীতি, শোষণ ও বৈষম্যহীন সামাজিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো গঠন।
- দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষের প্রকৃত সাফল্য নিশ্চিত করা।

ইসলাম মানুষকে কেবল দুনিয়ার সফলতার পথে পরিচালিত করে না; বরং তাকে এমন জীবনদর্শন দেয় যেখানে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও সামাজিক দায়িত্ববোধ একে অপরের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

মানব জীবনে ইসলাম এর প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জিনিস সুন্দর করে এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। যেমন উদ্ভিদের সৌন্দর্য পাতা ও ফুল আর এর উদ্দেশ্য হলো শস্য ও ফল। কাপড়ের সৌন্দর্য রং, আর এর উদ্দেশ্য শরীর রক্ষা করা ও আবৃত করা। দুনিয়ার সৌন্দর্যের মূল উদ্দেশ্য আখেরাত। যে-ই উক্ত উদ্দেশ্য ভুলে যাবে, সে-ই এর সৌন্দর্যের জালে আটকে যাবে। সে স্রষ্টাকে রেখে সৃষ্টি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

নবী-রাসূল ও তাদের অনুসারীগণ দুনিয়ায় আখিরাত লাভে মহান উদ্দেশ্য নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। আর তা হলো ইমান ও সৎ আমল। অপরপক্ষে দুনিয়াপ্রেমীরা দুনিয়ার সৌন্দর্য, খেল-তামাশা এবং উপভোগ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়ার প্রয়োজনীয় বিষয় গ্রহণ করতে এবং সাধ্যানুযায়ী সৎ আমল করতে আদেশ করেছেন।

ইবাদত হিসাবে আমাদের জীবনের বিষয়াদি ও সৌন্দর্য যদি মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তথা এক আল্লাহর ইবাদত, যার কোন শরীক নেই, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর অনুসরণ এবং তাঁর দ্বীনের প্রচার-প্রসারের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে মন যা ভালোবাসে, তার উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) যা ভালোবাসেন, তাকে আমরা প্রাধান্য দিবো। আর দুনিয়াবি প্রয়োজনাদির উপর দ্বীনি প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিবো।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

‘আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তাতে তুমি আখেরাতের নিবাস অনুসন্ধান কর। তবে তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তোমার প্রতি আল্লাহ যেরূপ অনুগ্রহ করেছেন, তুমিও সেরূপ অনুগ্রহ কর। আর যমীনে ফাসাদ করতে চেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না’[9]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِيالْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُور .[20] سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

‘তোমরা জেনে রাখ যে, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, শোভা-সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব-অহংকার এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র। এর উপমা হল বৃষ্টির মত, যার উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে আনন্দ দেয়, তারপর তা শুকিয়ে যায়, তখন তুমি তা হলুদ বর্ণের দেখতে পাও, তারপর তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। আর আখেরাতে আছে কঠিন আযাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হও, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার

[9] সূরা আল-ক্বাছাছ: ৭৭

মত। তা প্রস্তত করা হয়েছে যারা আল্লাহ ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনে তাদের জন্য। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল'[10]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

'নিশ্চয় যমীনের উপর যা রয়েছে, তা শোভা করেছি তার জন্য, যাতে তাদেরকে পরীক্ষা করি যে, কর্মে তাদের মধ্যে কে উত্তম।'[11]

[10] সূরা আল-হাদীদ: ২০-২১
[11] সূরা আল-কাহাফ:৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

যৌক্তিকতা ও সত্যতার ভিত্তিতে ধর্ম হিসেবে ইসলাম।

২.১ কুরআনের যৌক্তিকতা ও ঐশ্বরিক উৎস

ক.কুরআনের যৌক্তিকতা

মানবজীবনে সত্য অনুসন্ধানের প্রধান উপায় হলো যুক্তি, বুদ্ধি ও গভীর চিন্তাশীলতা। যুগে যুগে মানুষ সত্য ও অসত্যের পার্থক্য নির্ণয়ে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও যুক্তিবোধকে প্রাধান্য দিয়েছে। আল্লাহ মানবজাতিকে যে শেষ ওহি কুরআন প্রদান করেছেন, সেটিও মানুষের বুদ্ধিকে অবদমিত করে না; বরং চিন্তা, গবেষণা ও যুক্তিভিত্তিক উপলব্ধিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। কুরআন এমন এক গ্রন্থ যা নিজেকে বারবার "বিবেচনা-চিন্তার বই" হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং মানুষকে আকাশ–পৃথিবী, ইতিহাস–ঘটনা, নৈতিকতা–নৈতিক সঙ্কটসহ বিভিন্ন বিষয়কে যুক্তিভিত্তিকভাবে পর্যালোচনা করতে আহ্বান জানায়।

এ কারণে কুরআনের যৌক্তিকতা শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের ফল নয়; এটি বাস্তব, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কুরআন যুক্তিকে গ্রহণ করে, প্রশ্নকে স্বাগত জানায়, এবং প্রমাণ দিয়ে কথা বলে এটাই কুরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কুরআনের যুক্তিনির্ভর আহ্বান

কুরআনের প্রথম উল্লেখযোগ্য যৌক্তিক দিক হলো, এটি মানুষকে চিন্তা করতে বাধ্য করে। অসংখ্য আয়াতে বলা হয়েছে—

"তোমরা কি বুদ্ধি খাটাবে না?"
"তোমরা কি দেখ না?"
"তোমরা কি চিন্তা করবে না?"

এই বারবার প্রশ্ন তোলার পদ্ধতি থেকে বোঝা যায় যে, কুরআন অন্ধ বিশ্বাস দাবি করে না; বরং বুদ্ধিবিশ্লেষণের মাধ্যমে সত্যকে উপলব্ধি করাতে চায়। একটি ঐশী গ্রন্থ কখনো যুক্তিহীন, প্রশ্নবিমুখ হতে পারে না।

সৃষ্টি ও প্রকৃতির মাধ্যমে যৌক্তিক প্রমাণ

কুরআন স্রষ্টার অস্তিত্ব, ক্ষমতা ও একত্ব প্রমাণে মানুষের চারপাশের প্রকৃতিকে যুক্তির ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করে।
যেমন—

- আকাশ-পৃথিবীর বৃহৎ গঠন
- রাত-দিনের নিয়ম
- পানি, উদ্ভিদ, বায়ু প্রবাহ
- সূর্য-চন্দ্রের নির্দিষ্ট গতিপথ
- মানবদেহের বিস্ময়কর গঠন

এসবকে কুরআন "চিন্তা ও গবেষণার উপকরণ" হিসেবে তুলে ধরে। প্রকৃতি কিভাবে সুশৃঙ্খলভাবে চলছে, কীভাবে প্রত্যেক বস্তু একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করছে এসব যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রমাণ করে যে জগৎ কোন অযৌক্তিকতা বা বিশৃঙ্খলার ফল নয়, বরং একটি পরিকল্পিত সৃষ্টিকর্ম।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলির যৌক্তিক উপস্থাপন

কুরআন অতীত জাতি ও নবীদের কাহিনিকে শুধু গল্প হিসেবে উল্লেখ করেনি; বরং প্রতিটি ঘটনার পেছনে শিক্ষা, কারণ ও যুক্তি ব্যাখ্যা করেছে। উদাহরণস্বরূপ—

- নূহ (আ.)-এর জাতির ধ্বংস
- আদ ও সামূদের পতন
- ফেরাউনের অহংকার
- বনি ইসরাইলের ভুল ও শাস্তি

এসব ঘটনাকে কুরআন যুক্তির মানদণ্ডে বিশ্লেষণ করে দেখায় যে অন্যায়, অহংকার, দুর্নীতি ও সীমালঙ্ঘনের ফলেই তাদের পতন হয়েছিল। এখানে গল্প নয় কারণ পরিণামভিত্তিক যৌক্তিকতা কাজ করেছে।

প্রশ্ন–উত্তরভিত্তিক যুক্তিবাদী পদ্ধতি

কুরআন প্রায়ই বিরোধী পক্ষের সন্দেহ ও প্রশ্নকে সামনে এনে যুক্তিপূর্ণ উত্তর দেয়। যেমন:

"মৃত মানুষকে কে আবার জীবিত করবে?"

এ প্রশ্নের উত্তরে কুরআন যুক্তি দিয়েছে: যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম।

"আল্লাহকে কেন দেখি না?"

এর জবাবে এসেছে: মানুষ নিজেই সীমাবদ্ধ; সীমাবদ্ধ চোখ অসীম স্রষ্টাকে দেখতে পারে না। এই প্রশ্ন-উত্তরভিত্তিক আলোচনা দেখায় যে কুরআন কোনও বিষয় চাপিয়ে দেয় না; বরং যুক্তির মাধ্যমে হৃদয়কে সন্তুষ্ট করতে চায়।

কুরআনের ভাষাগত ও কাঠামোগত যৌক্তিকতা

কুরআনের ভাষা শুধু সাহিত্যিক সৌন্দর্যে অনন্য নয়; এর কাঠামো ও শব্দচয়নেও গভীর যৌক্তিকতা আছে:

- একটি আয়াতে একাধিক বিষয় সুসংগঠিতভাবে প্রকাশ
- বিপরীতধর্মী ধারণাকে তুলনা করে উপস্থাপন
- উদাহরণ ও উপমার মাধ্যমে আলোচনাকে সহজ করে তোলা
- সংক্ষিপ্ত শব্দে গভীর অর্থ প্রকাশ

আরবি ভাষার নামী সাহিত্যিকরাও স্বীকার করেছেন যে কুরআনের ভাষা মানুষের সাধ্যের বাইরে এটি সৃজনশীলতা ও যুক্তির সুচারু সমন্বয়।

বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিত ও বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য

যদিও কুরআন বিজ্ঞান বই নয়, তবুও এতে এমন বহু ইঙ্গিত আছে যা আজকের বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাথে মিল পায়:

- ভ্রূণের ধাপে ধাপে বিকাশ
- পানি থেকে জীবনের উৎপত্তি
- মহাবিশ্বের প্রসারণ
- পর্বতের স্থায়িত্বমূলক ভূমিকা
- সমুদ্রের স্রোত ও প্রতিবন্ধকতা

এগুলো এমন সময়ে বলা হয়েছে যখন মানুষের জ্ঞানের পরিসর সীমিত ছিল। তাই কুরআনের বক্তব্যগুলো আজকের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাথে মিল খুঁজে পাওয়ায় এর যৌক্তিক ভিত্তি আরও দৃঢ় হয়।

কুরআনের যৌক্তিকতা শুধু ধর্মবিশ্বাসীদের অনুভূতির বিষয় নয়; এটি বাস্তবতার বুদ্ধিবিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণেও উত্তীর্ণ। কুরআন যে মানুষকে চিন্তা করতে উৎসাহিত করে, প্রশ্ন করতে সাহস দেয়, প্রকৃতিকে গবেষণার উৎস হিসেবে ব্যবহার করতে বলে এগুলোই প্রমাণ করে যে এটি যুক্তি-বিমুখ গ্রন্থ নয়; বরং যুক্তিকেন্দ্রিক, চিন্তা-গভীর এবং প্রমাণভিত্তিক ওহি।

প্রকৃতপক্ষে, কুরআনের যৌক্তিকতা তার ঐশ্বরিক উৎসের সবচেয়ে বড় স্বাক্ষর। কারণ দীর্ঘ ২৩ বছরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এর বক্তব্যে কোনও বিরোধ নেই, অসংগতি নেই, এবং প্রতিটি বাণীতে স্পষ্ট যুক্তি ও লক্ষ্য রয়েছে। এমন সামঞ্জস্য, বহুমাত্রিকতা এবং যুক্তিবিন্যাস মানবীয় ক্ষমতার বাইরে এই সত্যই কুরআনের ঐশ্বরিকতার দিকে নির্দেশ করে।

খ.কুরআনের ঐশ্বরিক উৎস

কুরআন মুসলমানদের আকীদার মূলভিত্তি এবং মানবজাতির জন্য সর্বশেষ ঐশ্বরিক গ্রন্থ। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া এক সম্পূর্ণ, সংরক্ষিত ও অপরিবর্তিত ওহি। তবে কুরআনের ঐশ্বরিক উৎস শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসে সীমাবদ্ধ নয় বরং ভাষা,

ইতিহাস, বর্ণনাশৈলী, সংরক্ষণব্যবস্থা ও মানবিক প্রভাব সব দিক থেকেই এই গ্রন্থ মানবীয় সীমাকে অতিক্রম করে।

কুরআনের নিজস্ব ঘোষণা

কুরআন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে এটি মানুষের কথা নয়, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ওহি।

تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ

'এটি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।"[12]

এমন সরাসরি ঘোষণা গ্রন্থটির উৎসকে নিজের মাধ্যমেই ব্যাখ্যা করে।

ভাষাগত অলৌকিকতা ও মানব-অক্ষমতার ঘোষণা

কুরআনের ভাষা, ছন্দ, বর্ণনাশৈলী এবং রেটরিক আরবি সাহিত্যের ইতিহাসে এক অনন্য সৃষ্টি। কুরআন মানুষকে চ্যালেঞ্জ করেছে এর মতো একটি ছোট সূরা হলেও রচনা করে দেখাতে।

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ

"যদি তোমরা সন্দেহে থাকো, তবে এর মতো একটি সূরা রচনা করে আনো।"[13]

১৪০০ বছরেও কেউ এই চ্যালেঞ্জ পূরণ করতে পারেনি এটি ভাষাগতভাবে অলৌকিকতার অন্যতম শক্ত প্রমাণ।

[12] সূরা ওয়াকিয়াহ:৮০
[13] সূরা বাকারাহ:২৩

কুরআনের সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ

কুরআন নাযিল হওয়ার মুহূর্ত থেকেই সাহাবারা মুখস্থ ও লিখিত উভয়ভাবে সংরক্ষণ করেছেন। একই আয়াত বিভিন্ন সাহাবার দ্বারা বারবার যাচাই হয়েছে। কুরআন নিজেই বলেছে:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"নিশ্চয়ই আমিই এই কিতাব নাযিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী।"[14]

আজ পৃথিবীর যেকোনো দেশে কুরআনের পাঠ এক, বিন্দুমাত্র পরিবর্তন নেই। এটি ঐশ্বরিক সংরক্ষণের বাস্তব সাক্ষ্য।

ইতিহাস ও ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা

কুরআনে উল্লিখিত বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছে, যা মানবিক অনুমানের বাইরে এক নিদর্শন।

১/রোমানদের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

غُلِبَتِ الرُّومُ ۝ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ

'রোমানরা পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু খুব অল্প সময় পরেই তারা বিজয়ী হবে।"[15]

২/ফেরাউনের দেহ সংরক্ষণ

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً

---

[14] সূরা হিজর:৯

[15] সূরা রুম: ২,৩

“সুতরাং আজ আমরা তোমার দেহটি রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক।”[16]

আজ মিশরের মিউজিয়ামে ফেরাউনের সংরক্ষিত দেহ দেখা যায়।

ইতিহাসে ঠিক তাই ঘটেছে যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এটি কুরআনের অতিপ্রাকৃত জ্ঞানের প্রমাণ।

বিজ্ঞানসম্মত সামঞ্জস্য

যদিও কুরআন বিজ্ঞানগ্রন্থ নয়, তবু এতে প্রচুর প্রাকৃতিক বাস্তবতার উল্লেখ আছে যা পরে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যেমন ভ্রূণের বিকাশ, মহাবিশ্বের প্রসারণ, পানি থেকে জীবনের সৃষ্টি।

১/মহাবিশ্বের প্রসারণ

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

“আমি আসমানকে শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছি এবং নিশ্চয়ই আমরা তা সম্প্রসারণ করে চলেছি।”[17]

হাবল টেলিস্কোপে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান এটি নিশ্চিত করেছে।

২/মাতৃগর্ভে ভ্রূণের ধাপ

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً

“এরপর আমি বীর্যকে জমাট রক্তে রূপান্তরিত করি, তারপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করি...”[18]

[16] সূরা ইউনুস:৯২

[17] সূরা যারিয়াত:৪৭
[18] সূরা মু'মিন:১৪

মাতৃগর্ভে ভ্রূণ বিকাশের এই ধাপসমূহ আধুনিক ভ্রূণবিজ্ঞান পরবর্তীতে নিশ্চিত করে।

৩/পানি থেকে সব কিছুর সৃষ্টি

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

"এবং প্রাণবান সব কিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে..."[19]

আধুনিক জীববিদ্যা বলে সব জীবের মৌলিক উপাদান পানি।

৪/পর্বতের স্থিতিশীলতা

وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا

"পর্বতগুলোকে করেছি খুঁটির মতো।"[20]

ভূতত্ত্ববিদরা গবেষণার পর জানায় পর্বতের নিচে গভীর 'রুট' বা শিকড় থাকে যা পৃথিবীকে স্থিতিশীল করে।

আইন, নীতি ও সামাজিক কাঠামোর পরিপূর্ণতা

কুরআন এমন সময় নাযিল হয়েছিল যখন বিশ্বজুড়ে ন্যায়বিচার, সমতা, সামাজিক নিরাপত্তা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এক অজানা বিষয় ছিল। কুরআনের বক্তব্য:

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার ও উত্তম আচরণের নির্দেশ দেন।"[21]

---

[19] সূরা আম্বিয়া:৩০

[20] সূরা নাবা:৭

[21] সূরা নাহল:৯০

নারীর অধিকার, দানের নীতি, পরিবারের কাঠামো, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার সবই এমনভাবে সাজানো যে তা যুগ-অতিক্রমী।

নবী (সা.)-এর নিরক্ষরতা ও কুরআনের মহিমা

নবী মুহাম্মদ ﷺ ছিলেন উম্মী অর্থাৎ তিনি পড়তে-লিখতে জানতেন না। একজন নিরক্ষর মানুষের মুখ থেকে এমন গভীর জ্ঞান, ইতিহাস, ভবিষ্যদ্বাণী এবং সাহিত্য যেন বিরোধহীনভাবে বের হওয়া মানবীয়ভাবে সম্ভব নয়।

وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ

"এর আগে তুমি কোনো কিতাব পাঠ করতে না এবং তোমার হাতেও কিছু লিখতে না।"[22]

এটি নির্দেশ করে কুরআন তাঁর নিজস্ব রচনা নয়। কুরআন আল্লাহর কালাম।

কুরআনের মানবিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাব

কুরআন শুধু জ্ঞানভাণ্ডার নয় এটি মানুষের হৃদয়কে বদলে দেয়, সমাজকে উন্নত করে, আত্মাকে শুদ্ধ করে।

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র স্মরণেই মন প্রশান্ত হয়।"[23]

এটি এমন এক আধ্যাত্মিক প্রভাব যা কোন মানব-রচিত বইতে পাওয়া যায় না।

উল্লিখিত সব দিক—

- ভাষাগত অলৌকিকতা
- চ্যালেঞ্জের অজেয়তা

---

[22] সূরা আনকাবুত:৪৮

[23] সূরা র'আদ:২৮

- শতাব্দীব্যাপী সংরক্ষণ
- ঐতিহাসিক সত্যতা
- বৈজ্ঞানিক সামঞ্জস্য
- নৈতিক-সামাজিক পরিপূর্ণতা
- নবী ﷺ–এর নিরক্ষরতা
- আধ্যাত্মিক প্রভাব

সব মিলিয়ে কুরআনের উৎস মানবীয় নয়, বরং ঐশ্বরিক এটা যৌক্তিক, ঐতিহাসিক এবং গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণে প্রতিষ্ঠিত সত্য।

২.২ নবুওয়াত ও রিসালাতের ঐতিহাসিক সত্যতা।

আলাহ তায়া'লা যাদেরকে বান্দাহদের কাছে নবী রাসুল করে পাঠিয়েছেন তাদেরকে চেনা ও তাদের সত্যতা প্রমাণের জন্য অবশ্যই কিছু দলিল-প্রমাণ ও লক্ষণ থাকতে হবে। এগুলো প্রমাণ করবে যে, তারা আল্লাহর নিকট থেকে প্রেরিত, যাতে তারা মানুষের বিপক্ষে কিয়ামতের দিনে সাক্ষ্য দিতে পারেন। আর তাদেরকে সত্যায়ণ ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যেন মানুষের কোন ওযর না থাকে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ

"অবশ্যই আমরা আমাদের রাসূলগণকে পাঠিয়েছি স্পষ্ট প্রমাণসহ"[24]

নবী রাসুলের সত্যতা প্রমাণে অনেক দলিল প্রমাণ ও আলামত রয়েছে, তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণগুলো হলোঃ

আল্লাহ তায়া'লা নবী রাসুলদেরকে মুজিযা ও নিদর্শন দিয়ে শক্তিশালী করেন। মুজিযা হলো, আল্লাহ তায়া'লা নবী রাসুলদের মাধ্যমে এমন সব অলৌকিক ঘটনা ঘটান যা বিশ্বের সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত ও মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। যেমনঃ মূসা (আঃ) এর লাঠি, যা সাপে পরিণত হত। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

[24] সূরা হাদিদ:২৫

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَـٰمُوسَىٰ. قَالَ هِىَ عَصَاىَ أَتَوَكَّؤُا۟ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى وَلِىَ فِيهَا مَـَٔارِبُ أُخْرَىٰ. قَالَ أَلْقِهَا يَـٰمُوسَىٰ. فَأَلْقَىٰهَا فَإِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۖ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ. وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ. لِنُرِيَكَ مِنْ ءَايَـٰتِنَا ٱلْكُبْرَى.

"আর হে মুসা! আপনার ডান হাতে সেটা কি ? মূসা বললেন, 'এটা আমার লাঠি; আমি এতে ভর দেই এবং এর দ্বারা আঘাত করে আমি আমার মেষপালের জন্য গাছের পাতা ফেলে থাকি আর এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে ।' আল্লাহ্ বলেন, 'হে মুসা! আপনি তা নিক্ষেপ করুন।' তারপর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেটা সাপ হয়ে ছুটতে লাগল। আল্লাহ্ বললেন, 'আপনি তাকে ধরুন, ভয় করবেন না, আমরা এটাকে তার আগের রূপে ফিরিয়ে দেব। এবং আপনার হাত আপনার বগলের সাথে মিলিত করুন, তা আরেক নিদর্শনসরূপ নির্মল উজ্জ্বল হয়ে বের হবে। এটা এ জন্য যে, আমরা আপনাকে আমাদের মহানিদর্শনগুলোর কিছু দেখাব।"[25]

ঈসা (আঃ) এর মু'জিযা ছিল তিনি কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগীকে আল্লাহর ইচ্ছায় সুস্থ করতেন। আল্লাহ তায়া'লা মারিয়ামের (আঃ) ভাষায় ঈসা (আঃ) এর জন্মের সুসংবাদ সম্পর্কে এভাবে বলেনঃ

قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ. وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنِّى قَدْ جِئْتُكُم بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّىٓ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْـَٔةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًۢا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِى بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِئْتُكُم بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ. إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۗ هَـٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيم.ٌ

"সে বলল, 'হে আমার রব! আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি, এমতাবস্থায় আমার সন্তান হবে কিভাবে?' তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'এভাবেই', আল্লাহ্ যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও', ফলে তা হয়ে যায় । আর তিনি তাকে শিক্ষা দেবেন কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জীল।' আর তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য রাসূলরূপে' (প্রেরণ করবেন, তিনি বলবেন) 'নিশ্চয় আমি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি যে, অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য কাদামাটি দ্বারা একটি পাখিসদৃশ আকৃতি গঠন করব; তারপর তাতে আমি ফুঁ দেব; ফলে আল্লাহ্র হুকুমে সেটা পাখি হয়ে যাবে। আর

[25] সূরা ত্বহা: ১৭-২৩

আমি আল্লাহ্‌র হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থকে নিরাময় করব এবং মৃতকে জীবিত করব। আর তোমরা তোমাদের ঘরে যা খাও এবং মজুদ কর তা আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা মুমিন হও।' 'আর আমার সামনে তাওরাতের যা রয়েছে তার সত্যায়নকারীরূপে এবং তোমাদের জন্য যা হারাম ছিল তার কিছু হালাল করে দিতে। এবং আমি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।' 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার রব এবং তোমাদেরও রব, কাজেই তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। এটাই সরল পথ" ।'[26]

আর মুহাম্মদ (সাঃ) এর সবচেয়ে বড় মুজিযা হলো মহাগ্রন্থ আল কোরআন। যদিও তিনি আক্ষরিক অর্থে নিরক্ষর ছিলেন, লেখাপড়া জানতেননা। অথচ কোরআনের মত মহাগ্রন্থ তিনি আল্লাহর তরফ থেকে নিয়ে আসেন, এটাই তার সবচেয়ে বড় মুজিযা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِى هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.

"বলুন, 'যদি কুরআনের অনুরুপ কুরআন আনার জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং যদিও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরুপ আনতে পারবে না। 'আর অবশ্যই আমরা মানুষের জন্য এ কুরআনে বিভিন্ন উপমা বিশদভাবে বর্ণনা করেছি; কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ কুফরী করা ছাড়া ক্ষান্ত হয়নি।"[27]

এছাড়াও নবী রাসুলদের অসংখ্য মু'জিযা রয়েছে। নবী রাসুলদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত মু'জিযাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি তিন ধরণের মু'জিযা দান করেছেনঃ জ্ঞান, কুদরত ও সম্পদ। ইলম ও জ্ঞানের মধ্যে রয়েছেঃ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অদৃশ্য সম্পর্কে সংবাদ দেয়া, যেমনঃ ঈসা (আঃ) এর জাতিরা কি খেয়েছে ও কি ঘরে জমা করে রেখেছে তা তিনি বলে দিতে পারতেন। আমাদের রাসুল (সাঃ) পূর্ববর্তী উম্মতের সম্পর্কে নানা সংবাদ দিয়েছেন। তিনি কিয়ামতের আলামত ও ফিতনা সম্পর্কে যে সব সংবাদ দিয়েছেন। কুদরতের মধ্যে রয়েছেঃ লাঠি সাপে পরিণত হওয়া, কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগীকে আরোগ্য করা, মৃত্যুকে জীবিত করা, রাসুল (সাঃ) কে মানুষের সব ধরণের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

---

[26] সূরা আলে ইমরান: ৪৭-৫১

[27] সূরা বনি ইসরাইল:৮৮,৮৯

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ

“হে রাসূল! আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা প্রচার করুন; যদি না করেন তবে তো আপনি তাঁর বার্তা প্রচার করলেন না । আর আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন । নিশ্চয় আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না”।[28]

উক্ত তিন ধরণের মু'জিযা – ইলম, কুদরত ও সম্পদ- কোনাটাই আল্লাহর হুকুম ছাড়া সংঘটিত হতনা।

নবী রাসূলগণের আগমনের সুসংবাদ

নবীদের নবুয়্যাতের সত্যতার অন্যতম প্রমাণ হলো, পূর্ববর্তী নবীগণ কর্তৃক পরবর্তী নবীগণের আগমনের সুসংবাদ দেওয়া। আল্লাহ তায়া'লা প্রত্যেক নবী রাসুলের থেকে অঙ্গিকার নিয়েছেন যে, মুহাম্মদ (সাঃ) যদি তাদের জীবদ্দশায় প্রেরিত হয় তবে তার উপর ঈমান আনবেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

وَإِذۡ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ لَمَآ ءَاتَيۡتُكُم مِّن كِتَٰبٖ وَحِكۡمَةٖ ثُمَّ جَآءَكُمۡ رَسُولٞ مُّصَدِّقٞ لِّمَا مَعَكُمۡ لَتُؤۡمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥۚ قَالَ ءَأَقۡرَرۡتُمۡ وَأَخَذۡتُمۡ عَلَىٰ ذَٰلِكُمۡ إِصۡرِيۖ قَالُوٓاْ أَقۡرَرۡنَاۚ قَالَ فَٱشۡهَدُواْ وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّٰهِدِينَ

“আর স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ্ নবীদের অংগীকার নিয়েছিলেন যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি; তারপর তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারীরূপে যখন একজন রাসূল আসবে– তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে।' তিনি বললেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এর উপর আমার অংগীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে?' তারা বলল, 'আমরা স্বীকার করলাম'। তিনি বললেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম”।[29]

[28] সূরা মায়েদা:৬৭
[29] সূরা আলে ইমরান: ৮১

নবী রাসূলগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ

নবী রাসুলগণ স্বজাতির সাথে মেলামেশা ও লেনদেন করতেন। এভাবে তারা মানুষকে তাদের জীবনচরিত শিক্ষা দিতেন। তাদের সততা তারা বুঝতে পারত। যখন লোকজন পূতঃপবিত্র মারিয়াম ও তার পুত্র ঈসা (আঃ) সম্পর্কে অপবাদ দিতে লাগল তখন আল্লাহ তায়া'লা তাদের সততা প্রকাশ করেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

فَأَتَتۡ بِهِۦ قَوۡمَهَا تَحۡمِلُهُۥۖ قَالُواْ يَٰمَرۡيَمُ لَقَدۡ جِئۡتِ شَيۡـٔٗا فَرِيّٗا. يَٰٓأُخۡتَ هَٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمۡرَأَ سَوۡءٖ وَمَا كَانَتۡ أُمُّكِ بَغِيّٗا. فَأَشَارَتۡ إِلَيۡهِۖ قَالُواْ كَيۡفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلۡمَهۡدِ صَبِيّٗا. قَالَ إِنِّي عَبۡدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِيَ ٱلۡكِتَٰبَ وَجَعَلَنِي نَبِيّٗا. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيۡنَ مَا كُنتُ وَأَوۡصَٰنِي بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمۡتُ حَيّٗا. وَبَرَّۢا بِوَٰلِدَتِي وَلَمۡ يَجۡعَلۡنِي جَبَّارٗا شَقِيّٗا. وَٱلسَّلَٰمُ عَلَيَّ يَوۡمَ وُلِدتُّ وَيَوۡمَ أَمُوتُ وَيَوۡمَ أُبۡعَثُ حَيّٗا.

"তারপর সে সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হল; তারা বলল, 'হে মারইয়াম! তুমি তো এক অঘটন করে বসেছ ।'হে হারূনের বোন! তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না এবং তোমার মাও ছিল না ব্যাভিচারিণী ।তখন মারইয়াম সন্তানের প্রতি ইংগিত করল। তারা বলল, 'যে কালের শিশু তার সাথে আমারা কেমন করে কথা বলব?'তিনি বললেন, 'আমি তো আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নবী করেছেন,'যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে -'আর আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে করেননি উদ্ধত, হতভাগ্য;'আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্ম লাভ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি উত্থিত হব"।[30]

এভাবেই ঈসা (আঃ) দোলনায় কথা বলেছেন। কুরাইশরা নবুয়াতের পূর্বে মুহাম্মদ (সাঃ) কে তার সততা ও আমানতদারীতার জন্য "আল আমিন" বলে ডাকত, আল কোরআন রাসুলের সত্যতা প্রমাণে এদিকে ইঙ্গিত দিয়েছে। কেননা রাসুলের (সাঃ) জীবন চরিত্রই হলো সবচেয়ে বড় মু'জিযা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

قُل لَّوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوۡتُهُۥ عَلَيۡكُمۡ وَلَآ أَدۡرَىٰكُم بِهِۦۖ فَقَدۡ لَبِثۡتُ فِيكُمۡ عُمُرٗا مِّن قَبۡلِهِۦٓۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ

[30] সূরা মারইয়াম: ২৭-৩৩

"বলে দাও, যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে আমি এটি তোমাদের সামনে পড়তাম না, আর নাইবা তিনি তোমাদেরেকে অবহিত করতেন এ সম্পর্কে। কারণ আমি তোমাদের মাঝে ইতিপূর্বেও একটা বয়স অতিবাহিত করেছি। তারপরেও কি তোমরা চিন্তা করবে না?" [31]

উসূলের সাথে সকলের ঐক্যমত

নবীদের সত্যতার আরেকটি প্রমাণ হলো সব নবী রাসুলের দাওয়াতের মূল ছিল একই। সব নবী রাসুলগণ তাওহীদের দিকে ডেকেছেন। কেননা এটিই মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্য, রাসুলদের প্রেরণের উদ্দেশ্য এটিই। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُون

"আর আপনার পূর্বে আমরা যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার কাছে এ ওহীই পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই, সুতরাং তোমরা আমরাই ইবাদাত কর"।[32]

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَسۡـَٔلۡ مَنۡ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلۡنَا مِن دُونِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ءَالِهَةٗ يُعۡبَدُونَ ۝

"আর আপনার পূর্বে আমরা আমাদের রাসূলগণ থেকে যাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আমরা কি রহমান ছাড়া ইবাদত করা যায় এমন কোনো ইলাহ স্থির করেছিলাম ?"[33]

আল্লাহ তায়া'লা আরো বলেনঃ

وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ فَمِنۡهُم مَّنۡ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنۡهُم مَّنۡ حَقَّتۡ عَلَيۡهِ ٱلضَّلَٰلَةُۚ فَسِيرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُكَذِّبِينَ ۝

"আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম এ নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর এবং তাগূতকে বর্জন কর । অতঃপর তাদের কিছু সংখ্যককে আল্লাহ্

[31] সূরা ইউনুস: ১৬
[32] সূরা আম্বিয়া: ২৫
[33] সূরা যুখরুফ: ৪৫

হিদায়াত দিয়েছেন, আর তাদের কিছু সংখ্যকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হয়েছিল; কাজেই তোমরা যমীনে পরিভ্রমন কর অতঃপর দেখে নাও মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কী হয়েছে ?”[34]

এদিকেই মুহাম্মদ ﷺ তার উম্মতকে ডেকেছেন, রাসুলগণ মানুষের মতই মানুষ, তবে তাদেরকে ওহীর মাধ্যমে সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেছেন। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ

قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا

“বলুন, ‘আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র সত্য ইলাহ। কাজেই যে তার রবের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকাজ করে ও তার রবের ‘ইবাদাতে কাউকেও শরীক না করে”।[35]

অতএব, তারা ক্ষমতা বা পদের জন্য লোকদেরকে ডাকতেননা। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ

قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ إِنِّي مَلَكٌۖ إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّۚ قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلۡأَعۡمَىٰ وَٱلۡبَصِيرُۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ٥٠

“বলুন, ‘আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমর নিকট আল্লাহ্‌র ভান্ডারসমূহ আছে, আর আমি গায়েবোও জানি না এবং তোমাদের এও বলি না যে, আমি ফিরিশ্‌তা, আমার প্রতি যা অহীরূপে প্রেরণ করা হয়, আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি।’ বলুন, ‘অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে?’ তোমারা কি চিন্তা কর না?” [36]

তারা দাওয়াতের বিনিময়ে লোকদের থেকে কিছুই প্রত্যাশা করতেন না। আল্লাহ তায়া’লা তার নবী নুহ, হুদ, সালেহ, লুত ও শোয়াইব আলাইহিমুস সালাম সম্পর্কে বলেন, তারা তাদের জাতিকে বলেছিলেনঃ

وَمَآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٍۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٠٩

[34] সূরা নাহল: ৩৬
[35] সূরা কাহফ:১১০
[36] সূরা আন'আম:৫০

“আর আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোনো প্রতিদান চাই না; আমার পুরস্কার তো সৃষ্টিকুলের রবের কাছেই আছে”।[37]

মুহাম্মদ ﷺ তার জাতিকে বলেছিলেনঃ

قُلۡ مَآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٖ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُتَكَلِّفِينَ ۝

“বলুন, 'আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না এবং আমি কৃত্রিমতাশ্রয়ীদের অন্তর্ভুক্ত নই”।[38]

আল্লাহর সাহায্য সহযোগীতা

নবী রাসুলদের সত্যতার আরেকটি প্রমাণ হল, আল্লাহ তায়া’লা তাদেরকে সাহায্য করেন ও তিনি নিজেই তাদেরকে হিফাযত করেন। কেননা একজন যদি দাবী করে যে, সে আল্লাহর নবী বা রাসুল আর আল্লাহ পাক যদি তাকে সাহায্য ও হেফাযত না করে তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব! বরং তাদের প্রয়োজনে আল্লাহ তায়া’লা তার আযাব ও শাস্তিও প্রেরণ করেন। আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ

وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ۝

“আর তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা রটনা করার জন্য তোমরা বলো না, ‘এটা হালাল এবং এটা হারাম ’। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রটায়, সফলকাম হবে না”।[39]

আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ

وَلَوۡ تَقَوَّلَ عَلَيۡنَا بَعۡضَ ٱلۡأَقَاوِيلِ. لَأَخَذۡنَا مِنۡهُ بِٱلۡيَمِينِ.ثُمَّ لَقَطَعۡنَا مِنۡهُ ٱلۡوَتِينَ.

---

[37] সূরা শুআরা: ১০৯, ১২৭,১৪৫,১৬৪,১৮০

[38] সূরা স্বদ:৮৬

[39] সূরা নাহল:১১৬

"তিনি যদি আমাদের নামে কোনো কথা রচনা করে চালাতে চেষ্টা করতেন। তবে অবশ্যই আমরা তাকে পাকড়াও করতাম ডান হাত দিয়ে। তারপর অবশ্যই আমরা কেটে দিতাম তার হৃদপিণ্ডের শিরা"।[40]

২.৩ ইসলামের সার্বজনীনতা ও চিরন্তন বৈশিষ্ট্য।

ইসলাম মানবজাতির জন্য প্রেরিত একটি পূর্ণাঙ্গ, পরিপূর্ণ এবং ন্যায়ভিত্তিক জীবনব্যবস্থা। এর শিক্ষা কোনো নির্দিষ্ট জাতি, ভূখণ্ড বা যুগের সঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়; বরং পৃথিবীর সব মানুষের জন্য এবং সব সময়ের জন্যই এক সমানভাবে প্রযোজ্য। ইসলামের এই বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় সার্বজনীনতা ও চিরন্তনতা।

ইসলামের সার্বজনীনতা

ইসলামের সার্বজনীনতা মানে হলো ইসলাম কেবল আরবদের ধর্ম নয়, কোনো নির্দিষ্ট ভাষাভাষীর জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হিদায়াত। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ

"আর আমরা তো আপনাকে সমগ্র মানুষের জন্যই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না"।[41]

এ আয়াত স্পষ্ট করে দেয়, ইসলামের শিক্ষা জাতি–বর্ণ–রং–ভাষা–সংস্কৃতি সব ধরনের বিভাজন অতিক্রম করে বিশ্বমানবতার প্রতি সমানভাবে আহ্বান রাখে। ইসলামে শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড বংশ বা সম্পদ নয়, বরং তাকওয়া এটি ইসলামকে অন্য ধর্মগুলোর তুলনায় সত্যিকার অর্থে সর্বজনীন করে তোলে।

---

[40] সূরা হাক্কহ:৪৪-৪৬
[41] সূরা সাবা:২৮

ইসলামের সার্বজনীনতার প্রমাণ ইতিহাসেও দেখা যায়। ইসলাম আরব উপদ্বীপে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ, দূরপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করেছে। বিভিন্ন জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং এর নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়েছে যা তার সার্বজনীনতার শক্ত প্রমাণ।

ইসলামের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য

ইসলামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো চিরন্তনতা। অর্থাৎ ইসলামের শিক্ষা কোনো বিশেষ সময়ে সীমাবদ্ধ নয়, বরং কিয়ামত পর্যন্ত সব যুগ ও সমাজের জন্য প্রাসঙ্গিক এবং কার্যকর। আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ۝

“নিশ্চয় আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরা অবশ্যই তার সংরক্ষক”।[42]

কোরআনের এই সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি প্রমাণ করে যে, ইসলাম কখনো হারিয়ে যাবে না বা পরিবর্তিত হবে না। একইসাথে ইসলামী শরীয়াহ এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে এর মূলনীতি চিরস্থায়ী; কিন্তু প্রয়োগে রয়েছে যুগোপযোগী নমনীয়তা। এজন্যই ইসলাম আধুনিক বিশ্বেও বিজ্ঞান, নৈতিকতা, বিচারব্যবস্থা ও সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে কার্যকর এক জীবনব্যবস্থা রূপে প্রতিষ্ঠিত।

ইসলামের ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, মানবিক মূল্যবোধ, পরিবারব্যবস্থা, অর্থনৈতিক নীতি এসবই মানবজীবনের চিরন্তন চাহিদা। এই কারণেই ইসলাম আজও বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের জীবন–দিশা হয়ে আছে।

ইসলামের সার্বজনীনতা নির্দেশ করে যে এটি সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রযোজ্য হিদায়াত। আর চিরন্তনতা নির্দেশ করে যে, ইসলামের মূলনীতি কোনোদিন পুরনো হয় না; যুগ পরিবর্তনিত হলেও এর নির্দেশনা সবসময়ই প্রাসঙ্গিক ও উপকারী। ইসলাম তাই কেবল একটি ধর্ম নয়, বরং চিরকালীন ও বিশ্বজনীন জীবনব্যবস্থা যা মানুষের হৃদয়, সমাজ ও সভ্যতাকে আলোয় আলোকিত করে।

---

[42] সূরা হিজর: ৯

২.৪ বিজ্ঞান ও যুক্তির আলোকে ইসলামের সত্যতা।

ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যার ভিত্তি সত্য, তাওহীদ, নৈতিকতা ও মানবকল্যাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। শুধু ধর্মীয় চেতনা নয় ইসলাম তার সত্যতা প্রমাণ করে যুক্তিবাদ, প্রাকৃতিক নিয়ম এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোকে। ইতিহাস, বিজ্ঞান ও মানসিক বিশ্লেষণ সব ক্ষেত্রেই ইসলামের শিক্ষাগুলো বাস্তবসম্মত ও যৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হয়।

কুরআনের যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম অন্ধ অনুসরণকে উৎসাহ দেয় না। বরং বারবার মানুষকে চিন্তা, গবেষণা ও যুক্তিবোধ ব্যবহার করতে বলে। কুরআনে প্রায় ৭৫০টিরও বেশি আয়াতে প্রকৃতি, সৃষ্টিকুল, মহাবিশ্ব ও বৈজ্ঞানিক ঘটনাবলী নিয়ে চিন্তা করতে নির্দেশ রয়েছে।
আল্লাহ তাআলা বলেন:

"তোমরা কি ভাবো না? চিন্তা করো না?"

এটি প্রমাণ করে ইসলাম নিজের সত্যতা যুক্তির পরীক্ষার সামনে তুলে ধরতে আত্মবিশ্বাসী।

মহাবিশ্ব সৃষ্টির বর্ণনা ও আধুনিক বিজ্ঞান

কুরআনে উল্লেখ আছে:

أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَـٰهُمَا

“যারা কুফরী করে তারা কি দেখে না যে, আসমানসমূহ ও যমীন মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে, তারপর আমরা উভয়কে পৃথক করে দিলাম”।[43]

এটি আধুনিক "Big Bang Theory"-র সাথে আশ্চর্যভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

[43] সূরা আম্বিয়া: ৩০

তৎকালীন আরব সমাজে মহাবিশ্ব সৃষ্টির ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, অথচ কুরআন একটি বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার কথা বলে, যা পরে আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করে।

ভ্রূণের বৃদ্ধি ও মানব সৃষ্টির ধাপ

কুরআনে ভ্রূণ সৃষ্টির যে ধাপগুলো উল্লেখ করা হয়েছে—

"আলাকা", "মুদগাহ" ইত্যাদি সেগুলো আধুনিক এমব্রায়োলজি বিজ্ঞান দ্বারা বিস্তারিতভাবে সমর্থিত।

একজন নিরক্ষর মানুষের পক্ষে ১৪০০ বছর আগে এমন জটিল বৈজ্ঞানিক সত্য বলা সম্ভব নয়, যা বিজ্ঞান শতাব্দীর পর শতাব্দী পর প্রমাণ করে।

প্রাকৃতিক নিয়ম ও ইসলামের সামঞ্জস্য

ইসলামের প্রতিটি বিধান প্রকৃতির নিয়মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
উদাহরণ—

- রোজা মানুষের শারীরিক ডিটক্স ও মানসিক শক্তি বাড়ায়
- যাকাত সামাজিক বৈষম্য কমায়
- নেশা নিষিদ্ধ করা মানবদেহ ও সমাজ রক্ষার বৈজ্ঞানিক নিয়মের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ

ইসলামের বিধানগুলো প্রমাণ করে যে এটি শুধু আধ্যাত্মিক নয় বরং বাস্তব জীবনেও যুক্তিসঙ্গত ও উপকারী।

ঐতিহাসিক সত্যতা ও নবী মুহাম্মদ ﷺ এর নির্ভুলতা

নবী মুহাম্মদ ﷺ এর শিক্ষা, দৃষ্টান্ত এবং তাঁর আমল ইতিহাসে সবচেয়ে নিখুঁতভাবে সংরক্ষিত। তাঁর চরিত্র, সততা, জ্ঞান, বিচক্ষণতা সবই যুক্তির দৃষ্টিতে ইসলামের সত্যতার জোরালো প্রমাণ।

কুরআনের ভাষাগত ও সাহিত্যিক মহিমা

আরবদের কাছে ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব ছিল বড় গৌরব। সেখানে কুরআনের অদ্বিতীয় ভাষা এখনো চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়েছে—

একটি সূরার সমতুল্য কিছু তৈরি করা কেউই পারেনি।

এই ভাষাগত অলৌকিকতা যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, যা কুরআনের ঐশ্বরিক উৎসের ইঙ্গিত বহন করে।

নৈতিকতা ও যুক্তির সংমিশ্রণ

ইসলামের নৈতিক শিক্ষা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, দয়া, নম্রতা, দায়িত্ববোধ, মানব সমাজের জন্য সর্বোত্তম ও সর্বজনীন। বিজ্ঞান বলে, ন্যায়, সততা, পরিবারব্যবস্থা এবং সামাজিক শৃঙ্খলা সমাজের স্থিতি রক্ষা করে ইসলাম ঠিক এই বিষয়গুলোই প্রতিষ্ঠা করেছে।

বিজ্ঞান, যুক্তি, ইতিহাস ও প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম এমনভাবে সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপন করে, যা অন্য কোন ধর্মে পাওয়া কঠিন। ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়; এটি মানুষের অন্তর, বুদ্ধি ও জীবনকে সমন্বিত করে সম্পূর্ণতা প্রদান করে।
সবদিক থেকে বিবেচনা করলে স্পষ্ট হয়—

ইসলাম সত্য, বিজ্ঞানসম্মত ও যৌক্তিক একটি জীবনব্যবস্থা, যা মানবতার কল্যাণের জন্যই অবতীর্ণ।

২.৫ অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণ।

ইসলাম মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ দিককে নিয়ন্ত্রণকারী একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। অন্য অনেক ধর্মের মতো এটি আধ্যাত্মিক অনুশাসন এবং নৈতিকতা শিখায়, তবে ইসলামের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে কিছু বিশেষ দিক লক্ষ্যণীয়।

ঈশ্বরের ধারণা

ইসলামে এক ঈশ্বরবাদ (তাওহীদ) রয়েছে। আল্লাহ একক, অনন্য এবং কোনরূপ অংশ বা সমতুল্য নেই। অন্যদিকে, হিন্দু ধর্মে বহু দেবতার পূজা দেখা যায়, এবং বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা তুলনামূলকভাবে অস্পষ্ট বা নন-থিওজেন্টিক। খ্রিস্টধর্মে ট্রিনিটি (ত্রিত্ববাদ) রয়েছে, যা ইসলামের একত্ববাদ থেকে ভিন্ন।

নবী ও ওয়াহি

ইসলামে নবীদের মাধ্যমে মানুষের জন্য কুরআন ও হাদীসের মতো ঈশ্বরীয় নির্দেশাবলী প্রাপ্তি গুরুত্বপূর্ণ। অন্য ধর্মেও পবিত্র গ্রন্থ বা শিক্ষকের মাধ্যমে জ্ঞান প্রচলিত রয়েছে, যেমন হিন্দুধর্মে বেদ ও উপনিষদ, খ্রিস্টধর্মে বাইবেল, তবে ইসলামে নবী ও ঈশ্বরের বার্তা প্রত্যক্ষ সংযোগে বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

নৈতিকতা ও আইন

ইসলাম শুধু আধ্যাত্মিক দিক নয়, সামাজিক ও নৈতিক দিকেও জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইসলামী শরীয়াহ ন্যায়, সমতা, দয়া ও অন্যায় নিরসনের নির্দেশ দেয়। অন্য ধর্মেও নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব আছে, যেমন বৌদ্ধ ধর্মে দয়া ও অহিংসা, খ্রিস্টধর্মে প্রেম ও দয়া, কিন্তু ইসলাম নৈতিকতা ও আইনকে বাস্তব জীবনের সাথে সরাসরি সংযুক্ত করেছে।

মানবজীবনের উদ্দেশ্য

ইসলামে মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। অন্য ধর্মেও আধ্যাত্মিক মুক্তি বা সুখ পাওয়ার শিক্ষা রয়েছে, তবে ইসলামে দৈনন্দিন আচরণ, অর্থনৈতিক কাজ, পরিবার ও সামাজিক দায়িত্বকেও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে।

সামাজিক ও সাম্যবাদী দিক

ইসলাম সব মানুষকে সমান মর্যাদা দেয়। জাতি, বর্ণ বা সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে আলাদা আচরণ অনুমোদিত নয়। অন্য ধর্মেও কিছুটা সাম্যবাদ আছে, তবে অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক বা জাতিগত প্রথা ধর্মের সঙ্গে মিশে গেছে।

ইসলামের তুলনায় অন্যান্য ধর্মও আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও নৈতিকতা প্রচার করে, কিন্তু ইসলামের বৈশিষ্ট্য হলো এটি এক ঈশ্বরবাদ, নবীদের মাধ্যমে নির্দেশিত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যেখানে নৈতিকতা, আইন, সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবন সবকিছু ঈশ্বরের সন্তুষ্টির দিকে পরিচালিত। এই কারণে ইসলাম ধর্মের তুলনায় অন্যান্য ধর্মের অনুশাসনগুলো সীমিত বা আংশিক হতে পারে।

২.৬ ইসলাম কেন চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ দ্বীন।

ইসলাম চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ দ্বীন, কারণ এটি মানব জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকসহ সকল দিকের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা প্রদান করে। এটি কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেয় এবং এই পরিপূর্ণতাকে স্বয়ং আল্লাহ সুরা মায়িদা-এর ৩ নং আয়াত দ্বারা নিশ্চিত করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে:

ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে (চিরকালের জন্য) পছন্দ করে নিলাম"।

ইসলাম কেন চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ দ্বীন এর কারণসমূহ

পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা: ইসলাম শুধু আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় বিষয় নয়, বরং এটি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনের সকল দিককে অন্তর্ভুক্ত করে।

সর্বোত্তম নির্দেশনা: মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল কর্মের জন্য ইসলামে সুনির্দিষ্ট ও যথাযথ নির্দেশনা বিদ্যমান।

সর্বজনীনতা: এটি একটি সর্বজনীন ও চিরস্থায়ী দ্বীন যা মানবজাতির সকল সমস্যার সমাধান নিয়ে আসে, যার মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ও একত্রিত বিধান অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহর নিশ্চয়তা: আল্লাহ তা'আলা সুরা মায়িদা-এর ৩ নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি ইসলামকে মানবজাতির জন্য দ্বীন হিসেবে চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

সম্পূর্ণতা ও নির্ভুলতা: ইসলাম নির্ভুল এবং এতে বক্রতার কোনো স্থান নেই, যা একে ইব্রাহিম (আ.)-এর প্রচারিত পথের একটি অংশ হিসেবেও উপস্থাপন করে, যা একনিষ্ঠতা ও একমুখীতামূলক ছিল।

অবতারের ধারাবাহিকতা: যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে ইসলাম চূড়ান্ত পূর্ণতা লাভ করে।

তৃতীয় অধ্যায়

পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম

৩.১ জীবন সম্পর্কিত ধারণা ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামে জীবনকে একটি পবিত্র আমানত এবং আল্লাহর দেওয়া পরীক্ষামূলক সময়সীমা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রত্যেক মানুষ জীবনের একটি উদ্দেশ্য নিয়ে জন্মায় কেউ কেউ সেই উদ্দেশ্য আল্লাহর ইবাদত করার মাধ্যমে ও আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমে পূরণ করে।

কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী মানবজীবন কেবল ভোগ-বিলাস বা জৈবিক প্রয়োজন পূরণের জন্য নয়; বরং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ন্যায়-নীতি, আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ও মানবকল্যাণের মাধ্যমে উদ্দেশ্যমূলক যাপনই প্রকৃত জীবন (সুরা মুলক-২)।

ইসলামের দৃষ্টিতে জীবন দুই স্তরে বিভক্ত:
১) দুনিয়াবি জীবন: যেখানে মানুষকে পরীক্ষা দেওয়া জন্য পাঠানো হয়েছে। এই পৃথিবীর সকল মানুষ পরীক্ষা মাঝে আছে। এই জীবন ক্ষনস্থায়ী। এই জীবন ক্ষণিকের।

২) আখিরাতের চিরন্তন জীবন: যেখানে দুনিয়ার কর্ম অনুসারে পুরস্কার বা শাস্তি নির্ধারিত হয়।
ইসলাম অনুযায়ী, মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সবকিছুতেই আল্লাহর বিধান অনুসরণ করলে মানুষ সফল ও শান্তিময় জীবন লাভ করে। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবন মূলত তাওহীদ-ভিত্তিক, পরকালমুখী, উদ্দেশ্যময়, নৈতিক, ভারসাম্যপূর্ণ এবং মানবতার সেবামূলক।

৩.২ জীবন ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ (আকিদা, ইবাদত ও আখলাক)

(১) আকিদা (বিশ্বাসব্যবস্থা)

আকিদা ইসলামী জীবনের ভিত্তিমূল। তাওহীদে দৃঢ় বিশ্বাস, রিসালাত, কিয়ামত, ফেরেশতা, কিতাবসমূহ এবং তাকদিরে বিশ্বাস মানব জীবনের দিকনির্দেশ করে। আকিদা মানুষকে

আল্লাহর সামনে দায়বদ্ধতার বোধ শেখায়, যা নৈতিকতা ও কর্মকাণ্ডকে শুদ্ধ করে। যার আকিদা বিশ্বাস দৃঢ় তার ইমানও দৃঢ়।

(২) ইবাদত (আল্লাহর প্রতি আনুগত্য)

শরীয়তের নির্ধারিত সকল ইবাদত নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ ব্যক্তিজীবনকে শুদ্ধ করে, নৈতিক শৃঙ্খলা দেয় এবং সমাজে ন্যায়-সাম্য প্রতিষ্ঠা করে। ইবাদত শুধু ব্যক্তিগত উপাসনা নয়; বরং সামাজিক নৈতিকতা গঠনের অন্যতম মাধ্যম। ইবাদত ব্যক্তিকে পরিশুদ্ধ করে। মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখে। ভালো কাজে উৎসাহিত করে।

(৩) আখলাক (নৈতিক গুণাবলি)

আখলাক ইসলামের সৌন্দর্য। সত্যবাদিতা, ধৈর্য, ন্যায়বিচার, দয়ার্দ্রতা, সততা, বিশ্বস্ততা এবং সংযম ইসলামী নৈতিকতার প্রধান উপাদান।

নবী ﷺ বলেন: *“আমি উত্তম চরিত্র পরিপূর্ণ করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি।”*

আকিদা প্রাণ দেয়, ইবাদত শুদ্ধ করে এবং আখলাক জীবনকে সুশোভিত করে এ তিনটিই ইসলামী জীবনব্যবস্থার কেন্দ্রীয় স্তম্ভ।

৩.৩ ইসলাম ও ব্যক্তিজীবন

ইসলাম ব্যক্তিকে সর্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে পরিচালিত করে। ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিকতা, চিন্তা-চেতনা, চরিত্র, আচরণ, স্বাস্থ্য, সময় ব্যবস্থাপনা সব ক্ষেত্রেই ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে।

আধ্যাত্মিক উন্নয়ন: আল্লাহর জিকির, ইবাদত, তাওবা, তাকওয়া ব্যক্তিকে অন্তর শান্তি দেয়। পাপ থেকে এবং মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে ব্যক্তিকে আত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ করে।

চরিত্র গঠন: নবী ﷺ ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। আল্লাহ উত্তম চরিত্রের অধিকারীকে পছন্দ করেন। সত্যবাদিতা, বিনয়, ধৈর্য, সংযম ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণ করে।

স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা: খাদ্যবিধান, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, অপচয় বর্জন এগুলো ইসলামী জীবনের অংশ। এসব বিষয়েও ইসলামে দিকনির্দেশনা ও নিয়মাবলি শিখানো হয়েছে।

সময়ের মূল্য: সময়কে আমানত হিসেবে ব্যবহারের শিক্ষা দেয় ইসলাম। সময়ের গুরুত্ব বুঝাতে কুরআনু কারিমে সূরা আসর নামে একটি সূরাও রয়েছে। ইসলাম সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে।

সুতরাং, ইসলামে ব্যক্তিজীবন কেবল ধর্মীয় আচরণে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সর্বাঙ্গীন উন্নয়নমুখী।

৩.৪ ইসলাম ও পারিবারিক জীবন

পরিবার ইসলামী সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু। কুরআন-সুন্নাহ পরিবারকে শান্তি, ভালোবাসা ও সহমর্মিতার প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। পরিবার গঠনের জন্য যাবতীয় দিকনির্দেশনা কুরআন ও হাদিসের মাঝে উল্লেখিত আছে।

বিবাহ: পবিত্র জীবনযাপনের মাধ্যম, যা মানবসমাজকে সুশৃঙ্খল রাখে। ইসলাম বিবাহকে উৎসাহিত করেছে। বিবাহ রিজিক বৃদ্ধি করে, দুশ্চিন্তা দূর করে। সংসারে বরকত আনে।

দাম্পত্য সম্পর্ক: পারস্পরিক সম্মান, দায়িত্ব, দয়া, পরামর্শ ও ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে জান্নাতি সম্পর্ক বলা হয়েছে। দাম্পত্য বিষয়ের শিক্ষাবলীও ইসলামে শিখানো হয়েছে। কোন পরিস্থিতিতে কি আচরণ করা উচিত তা নবীজি ﷺ এর জীবনী থেকে পাওয়া যায়।

পিতামাতা: তাদের সাথে সদাচরণ, ভরণপোষণ ও সম্মান করা ইবাদতসম। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পিতা-মাতার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। তাদের সাথে উফ্ শব্দও যেন ব্যবহার করা না হয় সেই বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ আয়াত নাজিল করেছেন। ইসলামে বাবা-মাকে মর্যাদার আসনে বসানো হয়েছে যা অন্য ধর্ম কিংবা কোনো সমাজ ব্যবস্থায় দেখা মেলা দুষ্কর।

সন্তান: আদর্শ শিক্ষা, শিষ্টাচার, ইমান ও নৈতিকতার প্রশিক্ষণ। সন্তানকে আল্লাহর আমানত বলা হয় তাকে আল্লাহর দ্বীন ও সঠিক শিক্ষা দেওয়ার বিষয়ে ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে।

সম্পর্ক রক্ষা: আত্মীয়তা বজায় রাখা ইসলামের আবশ্যকীয় নির্দেশ। কেউ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা না করলে বিচারের দিনে তাকে সেই বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে। আত্মীয়ের হক্ব নষ্ট করলে তার জন্যও রয়েছে শাস্তি আর তা আদায় করলে রয়েছে পুরুস্কার। ইসলামী পরিবারব্যবস্থা ভারসাম্যপূর্ণ, দায়িত্বশীল এবং পরস্পর সহযোগিতামূলক।

৩.৫ ইসলাম ও সামাজিক জীবন

ইসলামের সামাজিক ব্যবস্থা ন্যায়, সাম্য, দয়া, সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম সর্বদা এসব বিষয়ে উৎসাহিত করে। কেউ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে উক্ত কাজ গুলো করে থাকে তাহলে প্রতিদান দিবসে তার জন্য রয়েছে পুরুস্কারের ব্যবস্থা

সামাজিক ন্যায়বিচার: ইসলামে গরিব, এতিম, মিসকিনের অধিকার রক্ষার নির্দেশ করে। কারো প্রতি যেন জুলুম না কর য়হ সেই বিষয়েও রয়েছে কঠোর হুশিয়ারি। আল্লাহ জালেমদের অপছন্দ করেন।

সহযোগিতা: আল-বির্ ও তাকওয়ার ভিত্তিতে সহযোগিতা করার আদেশ। আল্লাহর রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম সবসময় সহযোগিতামূলক কাজ করতে সবাইকে উৎসাহিত করেছেন। কেউ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে সহযোগিতা করে আল্লাহও তার বিপদে তাকে সহযোগিতা করেন।

সামাজিক দায়িত্ব: প্রতিবেশীর অধিকার, সমাজের দুর্বল শ্রেণির সহায়তা। আত্মীয়দের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য। সমাজের নিপীড়িত মানুষদের পাশে দাঁড়ানো ও সাহায্য সহযোগিতা করা।

সামাজিক নিরাপত্তা: যাকাত, সদকা, ওয়াকফ ব্যবস্থা সমাজের অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখে।ইসলাম সামাজিক জীবনকে করুণাময়, মানবিক ও সুশৃঙ্খল করে।

৩.৬ ইসলাম ও অর্থনৈতিক জীবন

ইসলামের অর্থনীতি বিষয়ক দিকনির্দেশনা রয়েছে। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ন্যায়, হালাল উপার্জন, অপচয় বর্জন এবং সম্পদের সুষম বণ্টনের উপর ভিত্তি করে। এখানে রয়েছে সুনির্দিষ্ট মাত্রা। কেউ এইসব মাত্রাকে অতিক্রম করতে পারে না। নিচে তার কয়েকটি আলোচনা করা হলো—

হালাল-হারাম: নীতি নৈতিকতার অবলম্বনে। আল্লাহ যে বিষয়গুলো হালাল ও হারাম করেছেন তার আদলে উপার্জন ও হারাম বর্জন করা। হারাল-হারামের বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকা। একজন ব্যক্তি যখন হালাল-হারামের বিষয়ে সচেষ্ট থাকে তখন সে মন্দ কাজ ও মন্দ উপায় অবলম্বন থেকে দূরে থাকে।

যাকাত ও সদকা: সমাজে দারিদ্র্য হ্রাস ও সমতা প্রতিষ্ঠা। যাকাত ও সাদাকাহ প্রদানের মাধ্যমে সমাজে ধনী-গরিবের মাঝে সু-সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সমাজে বৈষম্য দূর হয় একটি সাম্যবস্থা উপনীত হয়।

সুদ নিষিদ্ধ: সুদ মানুষের শোষণ সৃষ্টি করে; অর্থনীতিকে ভঙ্গুর করে। ধনীকে আরো বেশি ধনী এবং গরীবকে আরো বেশি গরিব করে তাই ইসলাম সুদ-বিহীন অর্থব্যবস্থাকে হালাল এবং গ্রহন করে। ইসলামের সুদ গ্রহণের বিষয়ে কঠিন নিষেধাজ্ঞা ও শাস্তির কথা উল্লেখ আছে যে সুদ গ্রহণ করলো তার বিষয়ে কিয়ামতের ময়দানে ভয়াবহ অবস্থার কথাও কুরআনের আয়াত ও বিভিন্ন হাদিসে উল্লেখ রয়েছে।

ন্যায্য বাণিজ্য: মাপজোক ঠিক রাখা, প্রতারণা ও একচেটিয়াবাদ নিষিদ্ধ।

ধনসম্পদের উপযোগিতা: সম্পদ আল্লাহর নিকট আমানত; তাই তা যথাযথ ব্যবহার করার নির্দেশ। ইসলামী অর্থনীতি মানবকল্যাণমুখী এবং শোষণমুক্ত।

৩.৭ ইসলাম ও রাজনৈতিক জীবন

ইসলাম ন্যায়ভিত্তিক, দায়িত্বশীল ও কল্যাণকেন্দ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে।

শাসনব্যবস্থার লক্ষ্য: মানুষের অধিকার রক্ষা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সমাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

ক্ষমতার উৎস: আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। আল্লাহর আইন অনুযায়ী শাসন করা এবং জনগণের আস্থা অর্জন করা।

পরামর্শ (শুরা): শাসনব্যবস্থায় মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ একটি মৌলিক নীতি। ইসলাম পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে কাজ করাকে উৎসাহিত করেছে।

আইনের শাসন: সবাই আইনসম্মত; বিশেষ সুবিধা বা অব্যাহতি নেই। বরং কেউ বিশেষ সুবিধা নিলে তাকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে।

জবাবদিহিতা: শাসক জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ। ইসলামের রাজনৈতিক ধারণা মানবমর্যাদা, ন্যায়নীতি ও জনকল্যাণকে কেন্দ্র করে গঠিত।

৩.৮ ইসলাম ও শিক্ষা-সংস্কৃতি

ইসলামে জ্ঞান অর্জন ইবাদতসম। কুরআনের প্রথম শব্দ “ইকরা”পড়ার নির্দেশ।

জ্ঞানার্জন: নারী-পুরুষ সবার জন্য বাধ্যতামূলক। ইসলাম এর প্রথম শব্দই ছিলো “পড়ো”।

নৈতিক শিক্ষা: চরিত্র গঠন, মূল্যবোধ, সততা, মন্দ কাজ হতে দূরে থেকে ভালো কাজে উৎসাহিত করার উপর জোর দেয়।

সংস্কৃতি: পরিশুদ্ধ, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধভিত্তিক।

বিজ্ঞান-সভ্যতা: ইতিহাসে মুসলিমরা চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, দর্শনসহ বহু বিজ্ঞান শাখায় অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন।
ইসলাম এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা চায় যা আধ্যাত্মিক, বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক সবক্ষেত্রে ভারসাম্য রাখে। ইসলাম যে বৈজ্ঞানিক এর প্রমাণ কুরআনুল কারিমে পাওয়া যায়।

৩.৯ ইসলামের আইন ও বিচার ব্যবস্থা

ইসলামী আইন শরিয়াহ মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রের জন্য ন্যায়সঙ্গত দিকনির্দেশনা প্রদান করে। যার উৎস কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস।

ন্যায়বিচার: অপরাধীর পরিচয়, ধর্ম বা সামাজিক অবস্থান বিচারকে প্রভাবিত করবে না। অপরাধীর অপরাধ অনুযায়ী কুরআন ও সুন্নাহ এর আলোকে বিচার করা হয়।

শাস্তির উদ্দেশ্য: প্রতিশোধ নয়; বরং অপরাধ দমন, সমাজ রক্ষা ও অপরাধীর সংশোধন।

মানবাধিকার: মানবমর্যাদা, সম্পদের নিরাপত্তা, ন্যায়সংগত বিচার এসবই শরীয়াহর উদ্দেশ্য (মাকাসিদুশ শরিয়াহ)।

দায়বদ্ধতা: বিচারক, শাসক, নাগরিক সবাই আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে এমন দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করা হয়।
ইসলামের বিচার ব্যবস্থা ন্যায়, সমতা ও মানবকল্যাণের জন্য প্রণীত।

চতুর্থ অধ্যায়

আধুনিক যুগে ইসলামের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োগ।

৪.১ আধুনিক সভ্যতার সংকট ও ইসলামী সমাধান।

বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে মানব জাতি এক অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাক্ষী হয়েছে। আধুনিক সভ্যতা আমাদের জীবনযাত্রাকে সহজতর ও সুবিধাজনক করে তুলেছে। তবে এই অগ্রগতি শুধুমাত্র বাহ্যিক বা ভৌত উন্নতির সীমাবদ্ধ নয়; এটি মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক সংকটও বৃদ্ধি করেছে। আধুনিক সমাজে প্রতিদিন আমরা শৈল্পিক, প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে একাধিক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি, যা মানবতার সুষ্ঠু বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে।

আধুনিক সভ্যতার সংকট

নৈতিক সংকট: আধুনিকতার তীব্র প্রতিযোগিতা, ভোগবাদী মনোভাব এবং ব্যক্তিবাদের প্রাধান্য সমাজে নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটাচ্ছে। মানুষ প্রায়ই স্বার্থপরতা, লোভ, অহংকার এবং প্রতারণার প্রতি প্রবণ হয়ে পড়েছে।

মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা: অতি প্রতিযোগিতা, প্রযুক্তি নির্ভর জীবনযাত্রা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং মানবিক সম্পর্কের হ্রাস মানুষের মধ্যে উদ্বেগ, বিষণ্নতা ও একাকীত্ব বৃদ্ধি করছে।

পরিবেশগত সংকট: আধুনিক শিল্পায়ন ও প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে পরিবেশ দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।

সামাজিক অসাম্য: ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বৃদ্ধি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, বঞ্চনা এবং বৈষম্যমূলক শক্তি কাঠামো আধুনিক সমাজকে ভাঙছে।

মানবিক মূল্যবোধের অবনতি: প্রযুক্তি ও ভৌত সুবিধার প্রতি অন্ধ অনুগত্য মানুষের আত্মিক উন্নয়ন ও নৈতিক সচেতনতাকে হ্রাস করেছে।

ইসলামী সমাধান

ইসলাম মানবজীবনের প্রতিটি দিক নিয়ন্ত্রণকারী পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। আধুনিক সভ্যতার সংকটের প্রতিকারে ইসলাম যে সমাধান প্রদানের প্রতিশ্রুতি রাখে তা অতি প্রাসঙ্গিক।

নৈতিক শিক্ষা ও চরিত্র নির্মাণ: ইসলামে ইমান ও তাওহীদ মানসিক ও নৈতিক স্থিতিশীলতার ভিত্তি। সালাত, রোজা, জাকাত ও হজের মতো ইবাদত মানুষকে আত্মসংযম, সহমর্মিতা এবং ন্যায়পরায়ণতার শিক্ষা দেয়।

মানসিক শান্তি ও পরিপূর্ণতা: কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করলে মানুষ মানসিক শান্তি, ধৈর্য এবং সুখ লাভ করে। মানুষের আত্মিক চাহিদা ও মানসিক চাপকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়।

সামাজিক ন্যায় ও সমতা: ইসলামের জাকাত ও সাদাকা ব্যবস্থা সমাজে সম্পদের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করে। ইসলামের নীতিতে সামাজিক অসাম্য কমানো এবং দরিদ্রদের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

পরিবেশ রক্ষা: ইসলাম প্রকৃতিকে রক্ষা ও সংরক্ষণকে গুরুত্বপূর্ণ মানবিক দায়িত্ব হিসেবে ঘোষণা করেছে। বৃক্ষরোপণ, জল ও পরিবেশের অপচয় রোধ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ইসলামের নির্দেশনার অংশ।

নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ: ইসলামের শিক্ষা মানুষকে শুধু ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতে শেখায় না, বরং সহমর্মিতা, সততা, সাম্য এবং মানবিক গুণাবলী বিকাশে সহায়ক।

আধুনিক সভ্যতা যেমন ভৌত ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতে মানবজাতিকে এগিয়ে এনেছে, তেমনি এটি নৈতিক, মানসিক এবং সামাজিক সংকটও বৃদ্ধি করেছে। ইসলামের আদর্শ ও নৈতিক শিক্ষা এই সংকটগুলোর সমাধান দিতে পারে। ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানবতার নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য যুগোপযোগী সমাধান প্রস্তাব করে। আধুনিক সভ্যতার নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইসলামী মূল্যবোধ ও জীবননীতি মানুষের জন্য দিশারী হতে পারে।

৪.২ ইসলামী অর্থনীতি ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এটি কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সীমাবদ্ধ নয়, বরং মানুষের দৈনন্দিন জীবন, অর্থনীতি, সামাজিক সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার নীতিমালা প্রদান করে। ইসলামী অর্থনীতি এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজের ধারণা মূলত কোরআন ও হাদিসের নির্দেশের উপর ভিত্তি করে গঠিত।

ইসলামী অর্থনীতি মূলত মানুষের জীবনের সম্যক ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্র করে গঠিত। এতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত থাকলেও সমাজে সমতা, ন্যায় ও দারিদ্র্য বিমোচনের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

রিবা ও জুয়ার নিষেধাজ্ঞা:
ইসলাম মানুষের আর্থিক স্বার্থ রক্ষার পাশাপাশি দারিদ্র্য ও সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে গুরুত্ব দেয়। ঋণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সুদ (রিবা) নেওয়া হারাম। রিবাহীন, ন্যায্য লেনদেনই ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি।

সাধারণ সম্পদ ও দাতব্য (সাদাকাহ ও যাকাত):
মুসলিম সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থের সুষ্ঠু বিতরণ নিশ্চিত করতে যাকাত বাধ্যতামূলক। এছাড়াও স্বেচ্ছাসেবী দান বা সাদাকাহ দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ন্যায্য বাণিজ্য ও হালাল ব্যবসা:
ইসলামে ব্যবসায় ন্যায়, সততা ও প্রতারণা-বর্জিত লেনদেনকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। হালাল আয়ের মাধ্যমে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়।

সম্পদ ও সুযোগের সমতা:
ইসলামী অর্থনীতি ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করে, তবে তা সমাজের কল্যাণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবহার করতে নির্দেশ দেয়। ধন ও সম্পদের অতি সংরক্ষণ এবং দারিদ্র্য অবহেলা সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করে, যা ইসলামে নিষিদ্ধ।

ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন

ইসলামিক নীতি অনুযায়ী সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি হলো ন্যায় ও সাম্য। ন্যায়বিচারের মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায়দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।

- আইনি ন্যায়: ইসলামে আইন ও শাস্তি মানবিক ও নৈতিক দিক থেকে বিচার করে নির্ধারিত হয়। কেউই অন্যের সম্পত্তি বা মর্যাদা হরণ করতে পারে না।

- সাম্য ও সামাজিক দায়িত্ব: সমাজে সকল স্তরের মানুষের জন্য মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়। ধর্ম, বর্ণ বা অর্থের ভিত্তিতে বৈষম্য করা যায় না।

- দারিদ্র্য বিমোচন ও সহায়তা: দরিদ্র ও অসহায়দের প্রতি সাহায্য প্রদানের নির্দেশনা সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করে এবং সমান সুযোগ সৃষ্টি করে।

ইসলামী অর্থনীতি ও সমাজের সংযোগ

ইসলামী অর্থনীতি কেবল ব্যক্তির আর্থিক স্বার্থ রক্ষা করে না, বরং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের উপাদান। অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করলে সমাজে দারিদ্র্য হ্রাস পায়, অপরাধ কমে এবং সামাজিক শান্তি স্থায়ী হয়। সমৃদ্ধি ও ন্যায়ের সংমিশ্রণই ইসলামী সমাজের মূল লক্ষ্য।

ইসলামী অর্থনীতি ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজের দর্শন মানবকেন্দ্রিক। এটি মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করে। রিবা, জুয়া, অবৈধ ব্যবসা ও সামাজিক বৈষম্য প্রতিরোধ করে একটি সুষ্ঠু, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন সম্ভব। আধুনিক বিশ্বের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধানেও ইসলামের এই নীতি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

৪.৩ ইসলামী নৈতিকতা ও সামাজিক স্থিতিশীলতা।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যা কেবল ব্যক্তিগত আচার-আচরণ নির্ধারণই নয়, সামাজিক সম্পর্কেরও সুসংহত নীতিমালা প্রদান করে। ইসলামী নৈতিকতা মানব সমাজকে শৃঙ্খলিত, সমৃদ্ধ এবং স্থিতিশীল রাখার মূল ভিত্তি। নৈতিকতা বা আখলাক ইসলামের

কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে, যা কেবল ধর্মীয় আদেশ নয়, বরং মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ইসলামী নৈতিকতার মূল ভিত্তি হলো সৎচরিত্র, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহানুভূতি এবং দায়িত্ববোধ। কুরআন ও হাদিসে এসব গুণাবলীর গুরুত্ব বহুবার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, “যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি ন্যায়পরায়ণ, আল্লাহ তার জীবনকে শান্তি এবং সাফল্যে পরিপূর্ণ করেন” – এমন শিক্ষাই ইসলামী সমাজে মানুষের মধ্যে বিশ্বাস ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা সৃষ্টি করে।

সামাজিক স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য ইসলামী নৈতিকতা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সমাজে যখন মানুষ সততা ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে জীবন যাপন করে, তখন অন্যায়, দুর্নীতি ও অরাজকতা কমে যায়। ইসলামের নির্দেশে মিথ্যা, দুর্নীতি, অনৈতিকতা ও লোভ-লালসার মতো নেতিবাচক আচরণ কঠোরভাবে দমন করা হয়েছে। ফলে সমাজে ন্যায়, শৃঙ্খলা এবং আস্থা প্রতিষ্ঠা পায়।

ইসলাম পরিবার, বন্ধুত্ব, বান্ধবীতা ও পারিপার্শ্বিক সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধও জোরালোভাবে প্রচার করে। পিতামাতার প্রতি সন্তানের সম্মান, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব, শ্রমিক ও শ্রমপ্রদানের ন্যায়পরায়ণ আচরণ – সবই সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করে। এতে সমাজে আন্তরিক সহযোগিতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি পায়, যা সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য।

সারসংক্ষেপে বলা যায়, ইসলামী নৈতিকতা কেবল ব্যক্তির আচার-আচরণের উন্নয়ন নয়, বরং সমাজের সুসংহত ও স্থিতিশীল গঠন নিশ্চিত করে। নৈতিক শিক্ষা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও দায়িত্ববোধের মাধ্যমে সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি ও আস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে ইসলাম মানবজীবনের সব স্তরে নৈতিক এবং সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্থিতিশীল ও উন্নত সমাজ গঠনে অবদান রাখে।

৪.৪ ইসলামী দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের ভূমিকা।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যা মানুষের সকল আচরণ, সম্পর্ক ও সামাজিক দায়িত্ব নির্ধারণে নির্দেশিকা প্রদান করে। নারী ও পুরুষ—উভয়ই ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং তাদের দায়িত্ব ও অধিকার স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী

ও পুরুষ সমান মর্যাদা ও সম্মান লাভ করে, তবে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্বতন্ত্র এবং পারস্পরিক সহায়তামূলক।

পুরুষের মূল দায়িত্ব হলো পরিবার ও সমাজের রক্ষক ও আহ্বায়ক হিসেবে কাজ করা। কুরআন ও হাদিসে পুরুষকে পরিবারের পিতা ও স্ত্রীর সহচর হিসেবে দায়িত্বশীল এবং সুরক্ষাকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। [কুরআন ৪:৩৪] এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, “পুরুষ স্ত্রীর রক্ষক ও আহ্বায়ক।” অর্থাৎ পরিবারে শান্তি, ন্যায় ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা পুরুষের মূল কর্তব্য।

নারীর দায়িত্বও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে নারীকে ঘরের অভ্যন্তরে ও বাইরে সঠিক আচরণ, শিক্ষার অধিকার ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সমাজ ও পরিবারে অবদান রাখার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। হাদিসে এসেছে, “নারীকে সঠিকভাবে শিক্ষিত করা পরিবার ও সমাজের কল্যাণে অতি গুরুত্বপূর্ণ।” নারী পরিবারে সন্তানের প্রথম শিক্ষক হিসেবে কাজ করে এবং সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ইসলামে নারী ও পুরুষের সম্পর্কের মূল ভিত্তি হলো পারস্পরিক সম্মান, সহযোগিতা ও সমর্থন। উভয়ই একে অপরের অধিকার রক্ষা করে, ন্যায় ও দায়িত্ব পালন করে। যেমন, স্ত্রী স্বামীর সম্মান রক্ষা করে ও সন্তানদের সঠিকভাবে লালন-পালন করে, আর স্বামী পরিবারকে আর্থিক ও মানসিক নিরাপত্তা দেয়। এই সমন্বিত দায়িত্বই পরিবার ও সমাজকে শক্তিশালী ও সুস্থ রাখে।

আজকের বিশ্বে নারী ও পুরুষের দায়িত্বের ব্যাখ্যা অনেক ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি ও অসম্মান সৃষ্টি করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে, নারীর অধিকার রক্ষা এবং পুরুষের দায়িত্ব পালনই সমাজকে ন্যায়, শান্তি ও উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী, নারীর মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা এবং পুরুষের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা সমাজ ও পরিবারকে সমৃদ্ধ করে।

ইসলাম নারী ও পুরুষকে সমান মর্যাদা দেয়, তবে তাদের দায়িত্ব ভিন্ন এবং পারস্পরিক সমর্থন মূলক। পুরুষ পরিবার ও সমাজের রক্ষক, নারীর শিক্ষিকা ও নৈতিক সংরক্ষণকারী। উভয়ের সহযোগিতা ও দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করলে পরিবার ও সমাজে ন্যায়, শান্তি ও সমৃদ্ধি

প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়কেই সম্মান ও কর্তব্যের মাধ্যমে সমাজ গঠনে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানায়।

৪.৫ প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও ইসলামী চিন্তাধারা।

আজকের বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিপুল প্রভাব ফেলছে। চিকিৎসা, যোগাযোগ, শিক্ষা, পরিবহন ও গবেষণার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির উদ্ভাবন মানুষের জীবনধারাকে সহজতর করেছে। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই অগ্রগতি শুধুমাত্র ব্যবহারিক সুবিধা প্রদানেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি মানুষের চিন্তাভাবনা ও নৈতিকতার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। ইসলামী চিন্তাধারা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইসলাম সবসময় জ্ঞান অর্জন, অনুসন্ধান এবং নৈতিকতার সমন্বয়কে উৎসাহিত করে।

ইসলামে জ্ঞান অর্জনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে। কুরআন ও হাদিসে বিজ্ঞান ও প্রকৃতির পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টি ও শক্তি উপলব্ধি করার আহ্বান করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কুরআনে বলা হয়েছে – “তোমরা আসমান ও পৃথিবীতে পর্যবেক্ষণ করো” – যা মানুষকে জ্ঞানার্জন ও গবেষণার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। ইসলামী চিন্তাধারায় বিজ্ঞান শুধুমাত্র জ্ঞান আহরণের একটি মাধ্যম নয়, বরং এটি আল্লাহর সৃষ্টির সৌন্দর্য ও নিয়ম বোঝার একটি উপায়।

প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ইসলামী দর্শন নৈতিকতার সাথে সমন্বয় স্থাপনের ওপর জোর দেয়। আধুনিক প্রযুক্তি যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডিজিটাল যোগাযোগ সমাজে বিপুল সুবিধা দেয়ার পাশাপাশি নৈতিক দ্বন্দ্বও সৃষ্টি করতে পারে। ইসলামী চিন্তাধারা শিক্ষা দেয় যে, প্রযুক্তি ব্যবহার করা উচিত মানবকল্যাণ, ন্যায় ও সমাজের মঙ্গল নিশ্চিত করার জন্য, ব্যক্তিগত স্বার্থ বা ক্ষতিকারক উদ্দেশ্যে নয়।

ইসলামী ইতিহাসে মধ্যযুগের মুসলিম বিজ্ঞানী ও উদ্ভাবকরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে ধর্মীয় মূল্যবোধের সমন্বয় স্থাপন করেছিলেন। আল-খোয়ারিজমি গণিতের নতুন ধারণা উদ্ভাবন করেছিলেন, ইবনে সিনা চিকিৎসা ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রণী অবদান রেখেছিলেন, এবং আল-জাজারি যন্ত্র ও মেকানিক্যাল উদ্ভাবন করেছিলেন। এরা প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামী চিন্তাধারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে নৈতিক ও মানবকল্যাণমূলক দিক দিয়ে পরিচালিত করতে উৎসাহিত করে।

সর্বশেষে বলা যায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানবজাতির অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি। কিন্তু এই অগ্রগতি যদি নৈতিক ও দার্শনিক দিক থেকে পরিচালিত না হয়, তা বিপদও ডেকে আনতে পারে। ইসলামী চিন্তাধারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে শুধুমাত্র জ্ঞান বা ক্ষমতার সীমানায় সীমাবদ্ধ রাখে না, বরং এটি মানবকল্যাণ, ন্যায় ও আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী ব্যবহার করার গুরুত্বের ওপর জোর দেয়। তাই আজকের বিশ্বে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের নৈতিক ও মানবিক দিক দিয়ে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৪.৬ ইসলামভিত্তিক জীবনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা।

প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন জীবন—ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন এবং নৈতিকতা—সর্বক্ষেত্রেই ইসলামের নির্দেশনা প্রযোজ্য। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে মানুষ ধর্মের মূল দর্শন থেকে অনেকটাই বিচ্যুত হয়েছে। materialistic মনোভাব, নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক অস্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য—এসব সমস্যা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, প্রয়োজন ইসলামভিত্তিক জীবনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার।

প্রথমত, নৈতিক ও সামাজিক সুশাসন নিশ্চিত করা। ইসলামী জীবনব্যবস্থা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে সুশৃঙ্খল ও নৈতিকভাবে পরিচালিত করে। কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে, মানুষকে সততা, দয়া, ন্যায় এবং অসহায়দের সহায়তা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। সমাজে এই নৈতিক মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারলে অপরাধ, দুর্নীতি ও সামাজিক বৈষম্য কমানো সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক ন্যায় নিশ্চিত করা। আধুনিক অর্থনীতি যেখানে মুনাফা ও স্বার্থবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালিত হয়, সেখানে ইসলামী অর্থনীতি দারিদ্র্য বিমোচন, সম্পদের ন্যায্য বণ্টন ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। জাকাত, নফেকা ও ন্যায়সম্মত বাণিজ্য ব্যবস্থা সমাজে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও মানুষের মাঝে সমতা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে।

তৃতীয়ত, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা। ইসলামী শাসনব্যবস্থা কেবল ধর্মীয় রীতি নয়, বরং একটি সুবিচারময় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা। শাসককে জনগণের কল্যাণে কাজ করতে হবে, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং জনগণের অধিকার রক্ষা করতে হবে। আধুনিক সমাজে যদি ইসলামী নীতি অনুসারে শাসন ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়, তা হলে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দমন নীতি কমানো সম্ভব।

চতুর্থত, দ্বন্দ্ব ও সংঘাত নিরসন। ইসলামী জীবনব্যবস্থা শান্তি, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেয়। বর্তমান বিশ্বের সহিংসতা, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও জাতিগত বিবাদ রোধে ইসলামী নীতি অত্যন্ত কার্যকর। প্রতিটি ব্যক্তি ও সমাজকে ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত করলে সামাজিক সহমর্মিতা বৃদ্ধি পায়।

অতএব, বর্তমান সময়ে ইসলামভিত্তিক জীবনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা কেবল ব্যক্তিগত নৈতিকতা বা ধর্মীয় অনুশাসনের জন্য নয়, বরং সমাজের সার্বিক কল্যাণ, ন্যায় ও স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য। ইসলামের চিরন্তন নীতি ও আদর্শ সমাজকে দিকনির্দেশনা প্রদান করতে সক্ষম, যা মানবজাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং প্রকৃত শান্তি, সমতা ও সুখ প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে।

ইসলামভিত্তিক জীবনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা মানব সমাজের জন্য একান্ত প্রয়োজন। এটি শুধু ধর্মীয় দিক থেকে নয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকেও সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে অবদান রাখে। বর্তমান যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইসলামের নীতি এবং জীবনব্যবস্থার প্রতি মনোযোগ সমাজকে উন্নয়নের পথে পরিচালিত করতে পারে।

উপসংহার

বর্তমান গবেষণার আলোচনাসমূহ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে ইসলাম কেবল একটি আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ব্যবস্থা নয়; বরং এটি মানবজীবনের সকল স্তরসমূহকে সমন্বিতভাবে পরিচালিত করার একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

ইসলামের মৌলিক উপাদান আকিদা, ইবাদত ও আখলাক মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্রগঠন থেকে শুরু করে সামাজিক ভারসাম্য ও রাষ্ট্রীয় ন্যায়সংস্থানে পর্যন্ত সুস্পষ্ট ও কার্যকর নীতিমালা প্রদান করে। গবেষণায় উঠে এসেছে যে ইসলাম মানুষের জন্য এমন এক সামগ্রিক কাঠামো নির্মাণ করে যেখানে নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ, মানবকল্যাণ, সমতা এবং জবাবদিহিতা অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত।

কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক এই জীবনব্যবস্থা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিটি স্তরে ন্যায়, শান্তি ও মানবিকতার সুশৃঙ্খল অবকাঠামো প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। বিশেষত তাওহীদভিত্তিক দর্শন মানুষের চিন্তা, কর্ম ও সিদ্ধান্তকে একটি কেন্দ্রীভূত উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করে, যা মানবজীবনের সার্বিক সাফল্যের ভিত্তি স্থাপন করে। এর ফলে ইসলাম কেবল ধর্মীয় অনুশাসনেই সীমাবদ্ধ থাকেনা; বরং অর্থনীতি, শিক্ষা, আইন, ন্যায়বিচার, প্রশাসন ও সামাজিক আচরণ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি বহুমাত্রিক জীবনদর্শন উপস্থাপন করে।
গবেষণার আলোকে বলা যায়, ইসলামের শিক্ষা তার সার্বজনীনতা, প্রযোজ্যতা, যুক্তিনির্ভরতা এবং কল্যাণমুখী নীতিমালার কারণে অতীত ও বর্তমান উভয় যুগেই মানবজাতিকে শান্তি, ন্যায় ও সুস্থিতির সঠিক পথনির্দেশনা দিয়ে আসছে। আধুনিক সভ্যতার নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক বিভাজন এবং মানসিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে ইসলামের এই ভারসাম্যপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন দৃষ্টিভঙ্গি একটি কার্যকর ও সময়োপযোগী জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রমাণিত।

অতএব, গবেষণা থেকে প্রাপ্ত বিশ্লেষণ স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে ইসলাম একটি সত্য ধর্ম এবং একই সঙ্গে সর্বাপেক্ষা পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যা মানবজাতির ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন সফলতা উভয়ই নিশ্চিত করতে সক্ষম। ইসলাম ই একমাত্র সত্য ধর্ম ও ইসলাম ই একমাত্র জীবন ব্যবস্থা।

تَمَّ بِحَمْدِ ٱللهِ تَعَالىٰ ، ٱللّٰهُمَّ ٱنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَزِدْنَا عِلْمًا وَ عَمَلًا وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيْعُ ٱلْعَلِيْمِ، ٱللّٰهُمَ آمِيْنْ يَا رَبَّ ٱلْعَالَمِيْن.ْ

"সমাপ্ত হলো আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসার সাথে।
হে আল্লাহ! আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন তা থেকে আমাদের উপকৃত করুন, আমাদেরকে এমন কিছু শিখান যা আমাদের জন্য উপকারী এবং আমাদের জ্ঞান ও আমল বৃদ্ধি দিন। আর আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করে নিন, নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। কবুল করে নিন হে আল্লাহ! সমস্ত জগতের পালনকর্তা!"

——— ◦ ◦ ◦ ◦ ———